CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-319 ■ 27 August, 2024 ■ আগরতলা ২৭ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১০ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে

মোদী-শাহের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

শীঘ্রই আসছে কেন্দ্রীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। রাজ্যের বন্যাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বিস্তারিত কথা হয়েছে। রাজ্যের এই সংকটকালে সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনগণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহৃদয় এই মনোভাবের জন্য তিনি কৃতজ্ঞ জানিয়েছেন।পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আজ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে কথা হয়েছে। রাজ্যের অভূতপূর্ব বন্যাজনিত বিপর্যয় পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে তিনি রাজ্যকে সর্বতোভাবে সাহায্য অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি দলকে শীঘ্রই রাজ্যের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে রাজ্যে পাঠাবেন। রাজ্যবাসীর এই বিপর্যয়ের সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে বন্যা ত্রানে আর্থিক অনুদান দিলেন উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সরকার

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে সোমবার খুঁদেরা অর্থ তুলে দেন প্রফেসর ডা: মানিক সাহার হাতে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। ত্রিপুরার বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ। সোমবার রাজ্যের বন্যা দুর্গত জনসাধারণের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড় মোহন যাদব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড় মোহন যাদব ত্রিপুরায় বন্যা দুর্গতদের ত্রাণের জন্য ২০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও আর্থিক সহায়তা হিসেবে ১০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। এজন্য ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব, সংগঠন, চিকিৎসক সহ সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ বন্যা ত্রাণে তাদের সাধ্যমতো সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুরক্ষা মেডিক্যাল এজেন্সি ৫০,০০০ টাকা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে দুই কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় দুর্গত মানুষকে সহায়তার জন্য পাশে রয়েছে সরকার। প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন মানুষকে সাহায্য ও ত্রাণ কার্যে ব্যাপক গতি আনতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। সোমবার এই ঘোষণা দিয়েছেন রাজ্য সরকারের প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় এই খবর দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। তিনি জানান, রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোতায়েন পুলিশ, জারি বিএনএসএস ১৬৩ ধারা

রানীরবাজার দুর্গানগরের ঘটনায় গুজব না ছড়ানোর আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। জিরানিয়া আর দুর্গানগর কই তারা বাড়ি এলাকা ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা বলেন পুলিশের মহা নির্দেশককে শীঘ্রই ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি সড়জমিনে দেখতে ইতিমধ্যেই আইনশৃঙ্খলা ডিজি দুই কোম্পানি পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে জানিয়েছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। মুখ্যমন্ত্রীর সবার কাছে আহ্বান রাখেন গুজব না ছড়ানোর। এই ধরনের ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। ঘটনার তদন্তক্রমে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বর্তমান সরকার সংবেদনশীল। প্রকৃত তদন্ত করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের বিষয়েও সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেই তিনি জানান।

এদিকে, কালী মূর্তি ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রানিরবাজার থানাধীন কৈতরাবাড়ি এলাকায় গতকাল রবিবার রাতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা থেকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। দুষ্কৃতীদের পাল্টা আক্রমণে সংখ্যালঘুদের একাধিক বাড়িঘর, দোকানপাটে ভাঙ্গচুর, লুটপাট সহ আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এদিকে খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। প্রশাসন বিএনএসএস ১৬৩ ধারা (অধুনা ১৪৪ ধারা) জারি করেছে। প্রসাশনের তরফ থেকে আজ সোমবার বিকাল ৩টায় শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় রানিরবাজার থানাধীন অন্তর্গত কৈতরাবাড়ি এলাকায় স্থানীয়রা দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরনো মন্দিরে কালী মূর্তির মুখ বিকৃত অবস্থায় দেখতে পান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা রানীরবাজার এলাকা জুড়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে দুষ্কৃতীরা সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ওই আক্রমনে একাধিক বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী ছুটে গিয়েছে।

তাছাড়া, রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি এলাকাবাসীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে অনুরোধ জানিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গোটা এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জমিয়েতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। রানীরবাজারের অন্তর্গত দূর্গানগরে সংঘটিত ঘটনার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে নিন্দা জানানো হয়েছে। রানীরবাজারের অন্তর্গত দূর্গানগর গ্রামে দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক কালী মন্দিরের মূর্তির মাথা ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ৮টি সংখ্যালঘু মুসলিম বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর, ১৩টি গাড়িতে অগ্নি সংযোগ, বাড়ির বাউন্ডারী ভাঙচুর, বাড়িঘরে লুটপাট, দোকান ঘর লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি উভয় ঘটনার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রানীরবাজারের ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় ক্ষোভ প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। রানির বাজারে কালী মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনায় তথা কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের একাংশ জড়িত রয়েছে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যারা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও এখনো পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনায় কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি তিনি। সোমবার রানির বাজারের ঘটনা সম্পর্কে এমনটাই বললেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তিনি আরো বলেন, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য, এবং রাজ্যের শান্তির পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য একাংশ স্বার্থান্বেষীরা তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নাম করে এ ধরনের ঘটনায় জড়িত হচ্ছে। এ ধরনের ঘৃণা বিদ্বেষের ঘটনা সনাতন ধর্মে কোন জায়গায় উল্লেখ নেই। তাই সনাতনি হিন্দুবাদী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থী বিহীন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে এখনো শরণার্থী রয়েছে সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকি সবগুলি আগামী ২৭ তারিখ থেকে খোলা হবে। তবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরণার্থী রয়েছে এসব স্কুল বন্ধ থাকবে। আজ এক বিবৃতিতে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এ সংবাদ জানিয়েছে।

জন্মাষ্টমীতে খুঁদে কৃষ্ণরা...

শহরে দুই অটোর সংঘর্ষে যাত্রীর হাত কেটে রাস্তায়

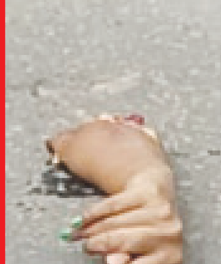

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। দুটি অটোর সংঘর্ষে এক মহিলা যাত্রীর হাত কাটা গিয়েছে। আজ পুরাতন রাজভবনের পেছনে দুটি অটো অতিক্রম করার সময় পাশাপাশি এসে পড়ায় একজন মহিলার হাত কেটে টুকরো হয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। বর্তমানে ওই মহিলা যাত্রী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে পুরনো রাজভবনের পেছনে ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে দুটি অটোর সংঘর্ষ ঘটে। তাতে এক মহিলা যাত্রী হাত কেটে রাস্তায় পড়ে গিয়েছ। তিনি আরও জানিয়েছেন, জিবি হাসপাতালে দিক থেকে একটি অটো আসছিল এবং অপর দিক থেকে একটি অটো যাচ্ছিল।

দুটি অটো অতিক্রম করার সময় পাশাপাশি এসে পড়ায় একজন মহিলার হাত কেটে টুকরো হয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওই মহিলা নন্দন নগর এলাকার অনামিকা দত্ত। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখতে মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ আগস্ট।। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিলোনীয়া মহকুমা প্রশাসন, খাদ্য দপ্তর পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় বিলোনীয়া কলেজ স্কয়ার বাজারে এবং আজ সকাল বেলায় বিলোনিয়া ১ নং টিলা বাজারে অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালে বিলোনীয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় ক্রেতাদের কাছে অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্য নেওয়া হচ্ছে কিনা বিষয়টি সরজমিনে ক্ষতিয়ে দেখতে বাজারে অভিযান করা হয়। অভিযানে তিনটি গ্যাস সিলিন্ডার আটক করা হয়। এবং আজ সকালে ১ নং টিলা বাজারে একটি সবজি আরৎকে সিল করে দেওয়া হয় সঠিক ক্রয় ও বিক্রয়ের মেমো দেখাতে না পারায়।

এছাড়াও দুই একটি জায়গাতে দ্রব্যমূল্যের কিছুটা গরমিল ধরা পড়লেও তেমন বড় ধরনের কোন গরমিল দেখা যায়নি বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। পাশাপাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপত্রের স্পষ্টিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা গণমাধ্যমে প্রতিবেদন দেখেছি যে, ফারাক্কা বাঁধের গেট খোলা হলে গঙ্গা/পদ্মা নদীর ভাটিতে প্রাকৃতিক গতিপথে ১১ লক্ষ কিউসেকেরও বেশি জল প্রবাহিত হবে।

এটি একটি স্বাভাবিক মৌসুমী ক্রমবৃদ্ধি যা উজানে গঙ্গা নদীর অববাহিকায় ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে ঘটে থাকে।

এটা বুঝতে হবে যে ফারাক্কা কেবল একটি ব্যারেজ, এটি কোনো ড্যাম নয়। যখনই জল স্তর পুকুরের স্তরে পৌঁছায়, যে প্রবাহ আসে তা প্রবাহিত হয়ে যায়। এটি শুধুমাত্র একটি কাঠামো যা মূল গঙ্গা/পদ্মা নদীর ওপর একটি গেট সিস্টেমকে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করে ফারাক্কা ক্যানালে ৪০,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত করা হয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জল মূল নদীতে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদ ফান্ড থেকে ১ কোটি প্রদানের ঘোষণা

অমরপুর ও বিলোনিয়া বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। বন্যা দুর্গতদের জন্য সংসদের ফান্ড থেকে এক কোটি টাকা সহযোগিতার ঘোষণা দিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ তিনি

অমরপুরে বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করি এবং আক্রান্তদের সাথে কথা বলেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা থেকে শুরু করে দলীয় নেতৃত্বরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান এগিয়ে আসবেন। বন্যা দুর্গতদের জন্য সংসদের ফান্ড থেকে এক কোটি টাকা সহযোগিতার করা হবে। চার জেলার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা তিনি প্রদান করবেন। জেলাশাসকদের কাছে এই অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে বলে সাংসদ শ্রী দেব জানিয়েছেন।

এদিকে, বন্যা দুর্গত এলাকাগুলি সোমবার পরিদর্শন করেছেন সাংসদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ২৭ আগস্ট ২০২৪ ইং
১০ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

কথিত আছে জন্মাষ্টমী পালন করিলে সর্বাধিক মঙ্গল সাধিত হয়। সেজন্যই ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বামী সন্তান সহ পরিবারের মঙ্গলারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত পালনের মাধ্যমে পালন করিয়া থাকেন। প্রতি বছর ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের ছোটবেলার রূপ, ননীগোপালের পুজো করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে দেশ জুড়িয়া পালিত হয় জন্মাষ্টমী। হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বণের মধ্যে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উৎসব।বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ কংসের কারাগৃহে জন্ম হয়। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। প্রতি বছর এই তিথিতে কৃষ্ণের ছোটবেলার রূপ, ননীগোপালের পুজো করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথিতে দেশ জুড়িয়া পালিত জন্মাষ্টমী।হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বণের মধ্যে জন্মাষ্টমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা উৎসব। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নবদ্বীপ, নদীয়া, মথুরা, বৃন্দাবন সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে উৎসব পালন করা হয়। পিছিয়ে নেই গ্রাম ত্রিপুরাও। এবারের জন্মাষ্টমী ব্রত আশ্চর্যজনক এবং একটু আলাদা । কারণ অষ্টমীর সঙ্গে মধ্যরাতে রোহিণী নক্ষত্রের জয়ন্তী নামে একটি যোগ তৈরি হয়েছে ।এই ধরনের সংমিশ্রণ খুব বিরল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃষ রাশির চন্দ্র লগ্নের রোহিণী নক্ষত্রের মধ্যরাতে ভাদ্রপাদ কৃষ্ণ অষ্টমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।ভগবান বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে, ভগবান কৃষ্ণকে সবচাইতে বিশিষ্ট পূর্ণাবতার হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।

শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী হইলো হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান উৎসব, যাহা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে পালন করা হয়। এটি ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উদযাপিত হয়। জন্মাষ্টমীর মূল সারমর্ম হইলো শ্রীকৃষ্ণের জীবন, তাহার লীলা, এবং ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার বার্তা।জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্মকে স্মরণ করিয়া, যিনি মথুরার অত্যাচারী রাজা কংসের বিনাশ এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ তিনি ছিলেন ধর্ম ও ন্যায়ের রক্ষক। তিনি জীবনে ধর্মের গুরুত্ব তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জুনকে গীতার মাধ্যমে সত্য পথের শিক্ষা দিয়াছিলেন।জন্মাষ্টমী ভক্তি এবং শ্রদ্ধার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবার একটি সময়। ভক্তরা উপবাস, প্রার্থনা, এবং কীর্তনের মাধ্যমে তাহাকে আরাধনা করেন।জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা, যেমন মাখন চুরি, গোপীদের সাথে রসলীলা ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া দেয়। এই লীলাগুলো মানুষকে জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি সচেতন করে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মূলত ভক্তি, ধর্ম, এবং ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করিয়া একটি উৎসব, যাহা মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্মের পথে চলিবার অনুপ্রেরণা দেয়। ভক্তকুল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করেন জগত সংসারের মঙ্গল কামনা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলে জীবজগতের মঙ্গল হইবে বলিয়াই প্রচলিত ধারণা রহিয়াছে। এই আত্মবিশ্বাসই হোক আরো বলিয়ান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেভাবে অনাচার অত্যাচার শুরু হইয়াছে তাহা হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র মাধ্যম হইলো ভক্তি। ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়াই মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো ঘনীভূত হইবে। সমাজ যেভাবে আত্মকেন্দ্রিকতায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠেতেছে তারা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ধর্মীয় আত্মবিশ্বাস সবচাইতে জরুরি হইয়া উঠিয়াছে।

খুদে শ্রীকৃষ্ণরাও নারী নির্যাতনের বিচার চায়

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : খুদে কৃষ্ণরাও 'বিচার চায় ' এই দাবি নিয়ে জন্মাষ্টমীর দিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছোটদের 'কৃষ্ণ সাজো ' আয়োজন করছে সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী। তবে সেই কৃষ্ণ ব্রজের নন। তিনি 'নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণ'। তিনি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ। যে কৃষ্ণের এক হাতে সুদর্শন চক্র এবং অন্য হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমিতি পরিকল্পনা মত সোমবার কলকাতা-সহ সব জেলায় শ্রীকৃষ্ণ রূপ সজ্জা প্রদর্শনের মাধ্যমে আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে সামিল হল তারা। রাজ্যের ১২ টি জেলার ৪২ টি চর্চাকেন্দ্রে মোট হাজার খানেক খুদে শিশুরা অংশ গ্রহন করেন। প্রতিবছরই শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন কে স্মরণে রেখে ছোট ছোট বিভিন্ন বয়সী শিশুদের নিয়ে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা দেখতে উৎসাহ ছিল চোখের পড়ার মতো। সেই কর্মসূচিতে কোথাও সংগঠনের উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গণে ছোটদের কৃষ্ণ সাজিয়ে, কোথাও আবার সেই ছোট ছোট কৃষ্ণদের নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। খুদে কৃষ্ণ দের দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল নজরকারা। খুদে দের মধ্যে কেউ বংশীধারী কেউ সুদর্শন ধারী কেউবা গোঠের রাখল। ননীচোরা থেকে বাল গোপাল।

এমনকি কালীয নাগ দমনকারী কৃষ্ণ সাজে শিশু দের অভিনয় নজর কারা। কৃষ্ণের নানা উক্তি ,ভাব-ভঙ্গীমায় শিশুদের কৃষ্ণের নানারূপ দেখে আনন্দিত উদ্যোক্তা থেকে অভিভাবকেরাও ,আর কৃষ্ণ সেজে উপস্থাপন করতে পেরে খুশি শিশুরাও।প্রতিযোগিতায় জাতি ধর্ম বর্নের বিভেদ ভুলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অভিভাবকরা তাদের শিশুদের শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। প্রতিযোগিতাদের মধ্যে যেমন পরিচারিকার পরিবার থেকে তাদেরশিশুকে শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে এনেছে। তেমন সমাজের উচ্চ বর্নের পরিবারের বহু শিশু অংশ গ্রহণ করে। মুসলিম পরিবারের সন্তান ও এদিন সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণ সেজে মঞ্চে উপস্থিত হয়। ওই শিশুর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন এবং সফল উপস্থাপন দর্শকদের নজরকারে।তবে প্রতিটি স্থানে অনুষ্ঠানের শেষে - "ধর্মসংস্থাপনার্থায় /সম্ভবামি যুগে যুগে।" লেখা। এবং "ঢত্র ঢথদ্রুষ্ঠ জ্বাঙস্থত্বত্র" লেখা পোস্টার হাতে বিচার চায় খুদে কৃষ্ণরা। আর খুদে দের বাবা মায়ের দাবি, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় বংশীধারী,সুদর্শনধারী হয়ে প্রকাশিত হোক আমাদের হৃদয়ে।তবে এবার কিন্তু খুদে কৃষ্ণরাও প্রতিবাদে সামিল। খুদেদের অবিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হল। কেন এই উদ্যোগ? এই প্রশ্নে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, 'শুধু 'বিচার' চাওয়ার জন্য এই উদ্যোগ নয়। মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে তাঁর শক্তিই প্রয়োজন। কারণ, মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করা হলে তিনিই সহায় হয়েছিলেন। এখন নারীর সম্ভ্রমরক্ষার জন্য চাই সংহার কারী চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকেই।"সংগঠনের দাবি, এখন যে পরিস্থিতি, তাতে রাধাকান্ত কৃষ্ণ নন, প্রয়োজন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে পথ দেখানো কৃষ্ণের।নিজের সন্তানকে কৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন গৃহবধূ মানালী বিশ্বাস।

তিনি বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ যেমন অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সত্যের পথে থাকার যে শিক্ষা দিযেছেন। তা যাতে আমার শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায় তাই আমি কৃষ্ণ সাজিয়ে এনেছি। আমিও চেয়েছি আমার শিশু ও প্রতিবাদে সামিল হোক তাই পথে নেমেছি। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, 'আমরা জানি, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতার রূপে ভগবান আসেন। সেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে' মন্ত্র নিয়েই আমরা ধর্ম স্থাপনার আন্দোলন চাই। যা হলে নারীর উপরে নির্যাতন, নারীর অসম্মান বন্ধ হবে।"

বাংলার স্বেচ্ছাচারী বিকৃত শাসক নিপাত যাক

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরঃ
---কবিবর, দেখতে পাচ্ছ পশ্চিমবঙ্গ দিনে দিনে কেমন শেষ হয়ে যাচ্ছে আপাদ মস্তক। অরাজকতা এখন এমন এক চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে মানবিকতার চিহ্ন পর্যন্তটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না। দুষ্কৃতকারীদের অন্তরে কারোর কোন ভয় নেই, ডর নেই সর্বত্র স্বেচ্ছাচার বিরাজমান। তুমি আমি এখন শুধুই নীরব দ্রষ্টা মাত্র !

কবিবর মাইকেলঃ
---ব্রাদার, গত বছর অগাস্ট মাসের নয় তারিখে স্বপ্নদীপকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার ছ'দিনের মাথায় দুষ্কৃতকারীদের চাপে পড়ে প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছিল। থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি জনতার মুষ্টি বদ্ধ উত্তোলিত হাতে তীব্র প্রতিবাদ চিৎকার চেঁচামেচি সত্ত্বেও সুপরিকল্পিত ভাবে সব চাপা পড়ে গিয়েছিল। মাস খানেক আগে স্কুল পড়ুয়া একাদশ শ্রেণী এক ছাত্রের বেলাতেও ঘটেছিল অন্যায় অবিচার। বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু কোনটাই ধোপে টেকেনি। বন্ধু, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? আরো অনেক ঘটনার অন্যায় অবিচারের সাক্ষী থাকতে হবে তোমাকে। তারচেয়ে বরং পা ছড়িয়ে বসে একটু বিশ্রাম করো। একটু লেবু চিনি দেওয়া শরবৎ খাও ? মাথাটা শান্ত হবে, যা গরম পড়েছে ক'দিন যাবৎ !

বিদ্যাসাগরঃ
---তুমি বলতে চাও সব চাপা পড়ে যাবে ?

কবিবর মাইকেলঃ
---আলবাৎ ! সেটাই ভবিতব্য। আজ আবার সেই নয়ই অগাস্ট আর জি কর হাসপাতালের ডাক্তার কক্ষে যে মেয়েটি ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে একটু চোখ বুজেছিল সেই চোখ আর খুললো না। পরিবর্তে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় মেয়েটির নিস্তেজ এবং অসাড় দেহটা পাওয়া গেল সেমিনার হল থেকে। সুপরিকল্পিত রূপে একটা হত্যা কান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল হাসপাতাল চত্বরে। তাঁর অসতর্ক মুহূর্তে প্রায় তিরিশ জন নরপশু তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে রক্তের স্বাদ নিয়ে তাঁকে হত্যা করে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিল। কি নির্মম পরিণতি মেয়েটির ! এই নৃশংস হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল হাসপাতালের প্রধান নরখাদক সন্দীপ ঘোষ স্বয়ং। অথচ তাঁর অভিভাবকদের কাছে সংবাদ প্রেরণ করা হলো প্রথমে অচৈতন্য বলে তারপর আত্মহত্যা নামে। বনের পশুরা শিকার করে খাবারের লোভে কিন্তু ইদানীং কালে স্বার্থান্বেষী নরপশুরা হত্যা করে নিজের আধিপত্য বজায় রাখার দরুণ। ঘটনা শেষে আততায়ীরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য বললে আত্মহত্যা ? মেয়েটি তাঁদের কালো বাজারি সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনে গিয়েছিল। রাতারাতি তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে প্রমাণ লোপাট করার তাগিদে এই হত্যাকান্ড ! মেয়েটির জানা গোপন তথ্য এবং বেআইনি কারবার সর্ব সন্মুখে যাতে প্রকাশ না হতে পারে সেই জাগতিক প্রমাণ লোপাট করার উদ্দেশ্যেই মেয়েটিকে ধর্ষণের পরে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস এখন প্রতিদিন একে একে সেই অজানা গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ছে। বুঝলে ব্রাদার, পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গেলে সেই ঘড়া নিজের ভারেই ফেটে যায়। একবার শুধু ভেবে দেখ, কতটা অমানুষ আর হিংস্র হলে এমন কথা বলতে পারে লোকে ! আজ যে মেয়েটি প্রাণ দিল তাতে কারো কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু আজীবন স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকবে তাঁর অভিভাবকেরা। কি ভাবে চোখের জল ফেলতে হবে সেটা যদি জানা না থাকে, তাহলে শিখে নেবেন সদ্য নিহত স্বপ্নদীপের মা-বাবার কাছ থেকে। যেটুকু প্রতিবাদ উঠবে সব সাময়িক উত্তেজনা। বুদবুদ সম মিলিয়ে যাবে খুব শিগগিরি ।তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না। এত উতলা হয়ও না।ধৈর্য ধর। নিশ্চিন্তে বসে তুমি শরবৎ পান কর। তোমার সেদিন আর নেই। জেনে রেখ উনবিংশ শতাব্দীর পরে আরো একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এটা একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক।

বিদ্যাসাগরঃ
---এসব কি বলছো তুমি বন্ধু ?

কবিবর মাইকেলঃ
---বিশ্বাস কর, যা বলছি বাইবেল স্পর্শ করে বলছি, যা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না। কলির শেষ প্রান্তে এসে তুমি সত্য যুগের আশা করছো ? ব্রাদার, তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ! যে রাজ্যে শাসন নেই, আইন শৃঙ্খলা নেই, সেখানে কে কখন হঠাৎ নেই হয়ে যাবে সেটা তো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না বন্ধু। রাজা, উজির বা মন্ত্রী যেই বল, কেউ আজকাল জনগণকে নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। ওরা মাথা ঘামাবে আগামী কাল আবার কোন মায়ের কোল খালি করবে বলে। এ রাজ্যে বা এ যুগের আদর্শ নাগরিক এবং সুষ্ঠু ভাবে বেঁচে থাকার পক্ষে তোমাকে একটাই শর্ত পালন করে চলতে হবে সেটা হলো তোমার উচিৎ "দেখবে শুনবে বলবে না কোন বিপদে পড়বে না"। এটাই তো ইদানীং কালের নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকার একমাত্র মোক্ষম উপায়। তুমি মিলিয়ে নিও আমাদের পরবর্তী কোন এক অক্ষর শিল্পী এসে হয়তো আক্ষেপের সুরে নিশ্চয়ই বলবেন — "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে" ! এখনকার দিনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচারের দাবি জানালে তোমাকে শত্রু বলে শাস্তির হুকুম দেবে। নিদারুন শাস্তি। তোমার পরিবার শুদ্ধু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা ষোল আনা। আইনত তুমি হয়ে যাবে দেশদ্রোহী। ভুলেও সমাজ সংস্কার করার কথা যেন তোমার মনে ঠাঁই না পায় বন্ধু। তুমি বিপদে পড়ে যাবে ব্রাদার। তোমার সুহৃদ ডালহৌউজির ত্রস্থ কিন্তু আর নেই। সে বিদেশী হলেও আমজনতার দুঃখ দুর্দশা একটু হলেও বুঝতো। এখন যারা ক্ষমতায় বসে আছে তাঁরা আসলে নরপশু।

বিদ্যাসাগরঃ
---মানুষ এখন এতটা আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে ? এরা যে বাঙালি নামের কলঙ্ক !

কবিবর মাইকেলঃ
---ঠিকই বলেছো। তোমার মনে আছে ব্রাদার ? আমরা এই ধরণীর বুকে জন্মগ্রহণ করার বহু পূর্বে মুর্শিদাবাদের কাঁন্দিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় (১৭৫০ - ১৭৯৫) ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বারা দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতি জেলা কালেক্টরগণকে চাল-ডাল সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। আর আজকের দিনে শাসক বর্গের লোকের সত্য ঘটনাকে মিথ্যে বলে প্রচার করার চেষ্টা করে। নিজেরা খুন করে টাকার বিনিময়ে মৃত ব্যক্তির বাড়ির সদস্যদের মুখ বন্ধ করতে চায়। সেকাল আর একালের দিনের তফাৎটা এইখানে। এখন যারা ক্ষমতায় আছে তাঁরা হিংস্র বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সুতরাং কি প্রয়োজন নাক গলাবার ? তুমি দেখে নিও কালগর্ভে একদিন সব বাসি হয়ে যাবে। যেমনটি তোমার পরিচিত দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুর মশাই বলেছিলেন --- "তপ্ত তাওয়ায় জলের ছিঁটে যতক্ষণ থাকে"। গতবছর ঠিক একই দিনে স্বপ্নদীপ মারা গিয়েছিল, তাঁর কথা কি কারো মনে আছে ? বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি নামে জগৎ বিখ্যাত। তাঁরা নিজেকে নিয়ে যতটা ব্যস্ত সমাজকে নিয়ে ততটা নয়। তাই বলি বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে। পাঙ্গা নিও না। ধূলোয় মিশে যাবে।

বিদ্যাসাগরঃ
--- আচ্ছা, আমার সাথে কথা বলার অবসরে তুমি কি লিখে চলেছ তখন থেকে ?

কবিবর মাইকেলঃ
--- আজকের সামাজিক অবস্থা নিয়ে একটা মহাকাব্য লিখতে শুরু করেছি। গতকাল রাতের অর্ধ সমাপ্ত কিছুটা শ্যাম্পেন এখনো অবশিষ্ট আছে। তুমি ব্রাহ্মণ, পন্ডিত মানুষ তোমাকে সম্মান জানানো আমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি চলে যাওয়ার পরে ভাবছি গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে আবার লিখতে বসবো। দেখলে না তোমার সাথে বসে একসঙ্গে আমি শরবৎ খেলাম না। স্বচক্ষে দেশের অরাজকতা দেখে দেখে আমিও আজ ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। শরবৎ নয় আমার চাই মদিরা। ব্রাদার বিদ্যাসাগর, চালাও ফোয়ারা জিন শেরি শ্যাম্পেন।

বিদ্যাসাগরঃ
--- কবিবর, এই বাংলার মাটিতেই আমাদের জন্ম। এই মা-মাটির সন্মান বজায় রাখতে গিয়েই আমি আমার একমাত্র পুত্রকেও ত্যাজ্য করতে দ্বিধা করিনি। আমার পুত্র নারায়ণ প্রতিবেশীদের সাথে এক জোট হয়ে এক বৃদ্ধা বিধবা নারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করছিল, যে বৃদ্ধা মহিলাকে আমি প্রতিমাসে কলকাতা থেকে মাসোহারা পাঠাতাম।

--- আজ আমি নিজমুখে তোমাকে একটি গল্প বলি শোন -- সালটা ১৮৫৩। হুগলী বর্ধমান সীমান্ত অঞ্চলে দশঘরার কাছে এক অভিজাত বাড়ি। বেলা ১১টা হবে। ঘরের মধ্যে আয়োজন করা হয়েছিল এক আলোচনা সভার। বিষয়বস্তু একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যাতে মেয়েদের জন্যেও শিক্ষার সুযোগ থাকবে। গৃহকর্তা উদার মানসিকতা সম্পন্ন। তিনি খুবই উদ্যোগী এই ব্যাপারে। কিন্তু গ্রামের মানুষেরা মেয়েদের বাইরে আসতে দিতে নারাজ। তাই তাঁরা সেদিন আমাকে স্থানীয় মানুষদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। পাড়ার গন্যমান্য ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত, ছিলেন গৃহকর্তা স্বয়ং। জলখাবারে লুচি ছোলার ডাল নানা মিষ্টি পরিবেশিত হচ্ছিল। আহার সমাপনে হবে আলোচনা।

--- এমন সময় হঠাৎ একটি সাদা থান পড়া ছোট্ট ৬/৭ বছরের মেয়ে দৌড়ে আসে ঘরের মধ্যে। মেয়েটির আশা ভরসার স্থল তাঁর পিতার কাছে এসে বলেছিল, বাবা বাবা, মাকে বলো না, আমার খুব খিদে পেয়েছে। দাদারা লুচি খাচ্ছে, আর আমি চাইলেই মা বলছে, ছিঃ আজ একাদশী না। খাবার কথা বলতে নেই মা। কিন্তু বাবা, আমি সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি। একটু জল পর্যন্ত না। তুমি, মা, দাদারা কেউ একাদশী করো না। আমায় কেন করতে হবে ? আমার বুঝি খিদে পায় না ? সকলের সামনে লজ্জায়, আর মেয়ের প্রতি মায়ায় করুন হয়ে ওঠে জমিদার বাবুর মুখখানা। সেই মূহুর্তে জমিদার বাবু তাঁর আদুরে মেয়েটিকে শান্ত করতে গিয়ে আস্তে করে বলেছিলেন, এখানে সভা চলছে মা, তুমি এখন ঘরের ভিতরে যাও।

--- একরত্তি অভাগা মেয়েটি সেদিন করুন দৃষ্টিতে সকলের পাতের দিকে তাকিয়ে বিফল হয়ে ভেতরের ঘরে চলে গিয়েছিল। তার একটু পরেই রূপোর থালা বাটিতে সাজিয়ে আমার উদ্দেশ্যে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। বিশ্বাস করো বন্ধু, আমি উপবীত স্পর্শ করে ঐখানে বসেই শপথ করেছিলাম নারী শিক্ষার প্রসার হবে পরে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ওদের পায়ের নীচের মাটি শক্ত করা। খাওয়া দূরে থাক আমি চোখ তুলে তাকাইনি পর্যন্ত খারারের দিকে। বারম্বার সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা মনে পড়ছিল। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে আমি অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করেছিলাম। অতঃপর আমার স্বপ্ন সাকারে পরিবর্তন করেই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

--- তাই বলি, আজ বাংলার মেয়ে ডাক্তার তিলোত্তমার উপর পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই-বোনেরা যে মশাল জ্বালিয়েছেন তার লেলিহান শিখা যেন নিভে না যায় অচিরে। অন্যায় যে করে আর অন্যায়কে যারা প্রশ্রয় দেয় উভয়েই সমান দোষী। বাংলার শান্তি ঘুঁচে গিয়েছে কেন জান ? স্ত্রীজাতীর সন্মান দিতে ভুলে গিয়েছে সমাজ থেকে শাসক বর্গ সবাই। এখন একটি মাত্র উপায় অবশিষ্ট, যেন-তেন প্রকারেণ তাঁদের সমূলে নিপাত করা। প্রকৃত দোষী যারা তাঁদের হাত-পা ভেঙে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিক্ষে করতে বসিয়ে দাও। এটাই হবে বাংলা মায়ের প্রতি সন্মান রক্ষার্থে এবং স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণের দেওয়া উপযুক্ত শাস্তি। ফ্রান্সের বাস্তিল কারাগারও এক সময় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল জনগণের তীব্র রোষের অনলে। বাংলার ছেলে-মেয়েরাও দেখিয়ে দিক তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা। ইতিহাসের আরও এক অধ্যায় লেখা হোক বাংলার বুক। আমি শুধু এই কামনা করি।

সংখ্যা, সঞ্চ, সংস্কার, সম্পর্ক ও স্নেনই হল আদর্শ শাখা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ— তথা আর এস এসের সাথে যারা অল্প বিস্তর পরিচিত সবাই এই সংগঠনের শাখা সম্পর্কেও পরিচিত। শাখা হল সংঘের মুখ অর্থাৎ সর্বজনীন চেহারা— পাবলিক ফেইস। সাধারণ মানুষকে শক্তি যোগানের সংগঠন। শাখা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে একজন সাধারণ মানুষ অসাধারণ কাজ সম্পাদন করে সমগ্র রাষ্ট্রকে প্রতিপালন করতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে বা ওয়ার্ড পর্যায় থেকে শুরু করে মহকুমা, জেলা হয়ে সমগ্র দেশে প্রতিদিন এক ঘণ্টা শরীর চর্চা, সংগীত চর্চা, বৌদ্ধিক আলোচনা, প্রার্থনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সংস্কৃতিবান হয়ে একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে যাকে আমরা ম্যানেজমেন্ট গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এই শাখাগুলোকে কীভাবে আরও শক্তিশালী। আরও প্রভাবশালী করা যায় --- এই প্রশ্নটির উত্তরে খুব সহজভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করেছিলেন। এই পদ্ধতিটি হল এই নিবন্ধের শিরোনামে উল্লেখিত ৫-এস পদ্ধতি। বিশাল সংখ্যায় উপস্থিতি, সুসংহত দল, মূল্যবোধসহ কার্যক্রম, নিত্য সংযোগ, উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একটি কার্যকরী শাখা তৈরি করা সম্ভব।

অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ ওরফে রাজ্জু ভাইয়া উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরের বানার্ডল গ্রামে ১৯২২ সালের ২৯ জানুয়ারি তথা আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ এই সাত বছর তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘেণ চতুর্থ সরসংঘচালক হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন। তাঁর পিতা কুনওয়ার বলবীর সিংহ ছিলেন প্রথম ভারতীয় সেচ প্রযুক্তিবিদ। পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়া কাশী বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিষয় নিয়ে বিএসসি অনার্স পড়াকালীন সময়ে সংঘের সংস্পর্শে আসেন। পদার্থ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পঠন সম্পন্ন করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিভাগে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করে বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন। পাশাপাশি সংঘের প্রচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। ধূতি কুর্তা ও কাঁধে ঝোলা নিয়ে প্রায়ই সংঘ সম্পর্কিত কার্যক্রম শেষ করে সরাসরি শ্রেণিকক্ষে চলে আসতেন।একাধারে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা, তৎকালীন সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ করে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং দক্ষভাবে আর এস এসের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করার নিরলস পরিশ্রম করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়া। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি প্রখরতা অনুভব করে অধ্যাপক সি ভি রমন এবং পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক হোমি ভাবার মতো বরণীয় শিক্ষকগণ গবেষণা কাজে যোগদান করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের জীবনের পথ নিজেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সেই পথটি ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক হয়ে সমগ্র সমাজের জন্য সেবা প্রদান করা। ১৯৬৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে সংঘের প্রান্ত প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উত্তরপ্রদেশের প্রান্ত প্রচারক থেকে ১৯৮০ সালে সব কার্যবাহ তথা আর এস এসের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৪ সালে সর সংঘচালক পদে আসীন হন।

ব্রিটিশ পরিচালিত বিদেশি শাসনমুক্ত হওয়ার পর প্রায় পঁচাত্তর বছর অতিক্রম করে আজকের ভারত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ রাষ্ট্রীয়স্তরে গ্রহণ করা হয়েছে। এত বৎসর অতিক্রম করার পর আমরা এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে মাতৃভাষার শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। অথচ পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়া, সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে মাতৃভাষার কথা ১৯৯৪ সালের 'বিজয়া দশমী' তিথিতে প্রদেয় বক্তব্যেই বলেছিলেন— **'... If sciences is taught to a village student in a language which he does not know, what will be its benefit to him? Today 50% of the capacity of our village students is lost in learning English alone. If the medium of teaching is Mother Tongue of the students, or at least in the language of their communication, we can develop the talents of our children. But unfortunately, we have not understood this fact."** শুধু শিক্ষা বিষয়ে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সম্পর্কেও শ্রদ্ধেয় রাজ্জু ভাইয়াজী যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্র বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিল— বিশেষ করে বিশ্বায়ীকরণ এবং উদারীকরণের মতো জটিল বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে। ঠিক এই সময়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমালোচনামূলক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন আর একজন অদম্য প্রচারক তথা বরিষ্ঠ শ্রমিক নেতা শ্রদ্ধেয় দত্তোপন্ত ঠেংড়ি মহোদয়। বিশ্বয়ীকরণ, উদারীকরণ আগামীদিনে ভারতবর্ষকে কিভাবে বিদেশের কাছে তুলে দেওয়া হবে এবং চিনের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্র কীভাবে ভারতবর্ষের বাজার দখল করবে সেটা পরিস্ফুট করেন। দত্তোপন্থজী-এর প্রতিবাদ করে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক এই সময়ে সংঘ প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের মানসিকতা নিয়ে পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়াজীও স্বদেশী চিন্তা ভাবনাকেও পূর্ণ সমর্থন করে বলেছিলেন— **'Our country can not progress either on the basis of foreign capital or depending on the foreign technology. We have to be very cautions about those, who wish to sell such dreams to us. All the areas in which we have marched forward in achievents like space technology, missile technolgy, software etc, are accomplished by our own capabities. No one helped us in our efforts in these directions, but enough hurdles were thrown at us. Our patriotic scientist accepted this challenge in the national spirit and today they stand head and shoulders above others with the success our scientists accomplished."**

একইভাবে রাজ্জু ভাইয়াজী গ্রামীণ উন্নয়নের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সেবা প্রকল্প বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সব গ্রামগুলো যেন 'ক্ষুধা মুক্ত, ভয় মুক্ত, শিক্ষণ যুক্ত হয়। তাঁর সময়কালেই সংঘের সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।সর্বোপরি পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়াজীর সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সব মানুষের ইতিবাচক দিক বিচার করা। এই বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গেলে একটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি যখন সর সংঘচালক ছিলেন। তখন, বর্তমান সরসংঘচালক পূজনীয় ড. মোহন ভগবতজী বিদর্ভ প্রান্তের প্রচারক ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে ড. মোহন ভগবতজীকে বলেছিলেন— "সব মানুষই প্রকৃতপক্ষে ভাল। মানুষের দিকটি বিবেচনা করাই কাজ করা উচিত। রাজ, দ্বেষ, স্বার্থের কারণে মানুষ বদ আচরণ করে। কিন্তু বিশ্বাস বজায় রাখলে সে ভালো উত্তরও দিতে পারে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় রাজ্জু ভাইয়াজী হলেন প্রথম উচ্চসারির পদাধিকারী যিনি বিদেশের মাটিতে হিন্দুদের হয়ে প্রচার করেছিলেন পাশ্চাত্য সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। দেশের মাটিতে উত্তর ভারতে সংঘকার্য প্রসারণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যদিও তিনি স্বল্প সময়ের জন্য সংঘের শীর্ষপদে আসীন ছিলেন— সংঘ এবং সমাজে তিনি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ। সমাজ সংস্কারকগণের সাথে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষের মনে সংঘ সম্পর্কেইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে ব্যাপকভাবে প্রসার করতে সক্ষম হয়েছিলেন--- পাশাপাশি হিন্দুত্ব ভাবধারাকে ভারতের মূল কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, তার সময়কালেই ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২০০৩ সালের ১৪ জুলাই মহারাষ্ট্রের পুণায় অবস্থিত কৌশিক আশ্রমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত একটি সংঘ কবিতার দুটো পংক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে এই নিবন্ধের ইতি টানব—

'পথ কা অন্তিম লক্ষ্য নেহি হ্যায়,
সিংহাসন চড়াতে জানা।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

25-08-24.pmd 1 27-08-2024, 12:41

সোমবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের উপস্থিতিতে ভূমি পূজনের আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে রূপান্তরকামীরা, ঋতু উৎসবের মঞ্চ থেকেই প্রতিবাদে গর্জে উঠতে চাইছেন তাঁরা

সোনারপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর কান্ড নিয়ে সারা রাজ্য উত্তাল। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সমাজের বিভিন্ন মহল, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজন। এবার সেই প্রতিবাদ, লড়াই, আন্দোলনে সামিল হতে চলেছেন রূপান্তরকামীরা। তবে রাস্তায় নেমে নয়, মঞ্চে নিজেদের প্রতিবাদ দশটি নারী চরিত্র দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চলছেন তাঁরা। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর জ্ঞানমঞ্চে আয়োজিত ঋতু উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা। আর তার জন্য চলছে জোর প্রস্তুতি।

বিখ্যাত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ ছিলেন রূপান্তরকামীদের জন্য একজন উদাহরণ, একজন দৃষ্টান্ত। আগামী ৩১ শে আগস্ট তাঁর জন্মদিন। প্রতিবছরই তাঁর জন্মদিনে রূপান্তরকামীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ঋতু উৎসব করেন। এ বছরও আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর ঋতু উৎসব হবে কলকাতার জ্ঞানমঞ্চে। আর সেই ঋতু উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন রূপান্তরকামীরা। ঋতুপর্ণ ঘোষের তৈরি ছায়াছবির দশটি কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ শানাবেন রূপান্তরকামীরা। নিজেদের মধ্যে যে শিল্পী সত্ত্বা রয়েছে সেই শিল্পী সত্ত্বা এই মঞ্চের মধ্যে দিয়ে তুলেধ রবেন তাঁরা। দশটি প্রতিবাদী নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেগুলি মঞ্চস্থ হবে।এই দশটি কেন্দ্রীয় চরিত্রে এক একজন রূপান্তরকামী শিল্পীরা অভিনয় করছেন। যারা অভিনয় করছেন তাঁরা কেউই প্রথাগত শিল্পী নয়। তবে গত তিনমাস ধরে মহড়া দিয়ে নিজেদের তৈরি করছেন তাঁরা। আগামী কয়েকটি দিন সেই মহড়াই চলছে সোনারপুরে।

নৃত্যশিল্পী তথা রূপান্তরকামী আইনজীবী মেঘ সায়ন্তনী ঘোষ বলেন, "এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রূপান্তরকামীরাও প্রতিবাদের বার্তা দিতে চান। আন্দোলন লড়াই আগেও ছিল। এটা বহমান। সেটা থেমে থাকে না। হয়তো সময় পাল্টায়, বার্তা আলাদা হয়, কিন্তু আন্দোলন থামে না। আমরাও তিলোত্তমার বিচার চাই। আমরা মঞ্চের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ, আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।"

আরেক রূপান্তরকামী কৌশি কথাকলি বলেন, " তিলোত্তমার বিচারে যেমন সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ প্রতিবাদে নেমেছেন, তেমনি রূপান্তরকামীরাও প্রতিবাদে নেমেছেন। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের সময় কাউকেই পাশে পাইনা আমরা। এখনও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে কটাক্ষ সইতে হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে গিয়েও নিজের নিজের পরিচয় নিয়ে হাসির খোঁড়াক হতে হয় আমাদেরকে। এসবের প্রতিবাদও এই ঋতু উৎসবের মঞ্চ থেকে করতে চাই আমরা। সকলকেই মানুষ হিসেবে দেখুন, দেখবেন সমাজটা কত সুন্দর হয়েছে।"

মামলার বোঝা মাথায় নিয়ে বিশ্বরেকর্ড সাকিবের

রাওয়ালপিন্ডি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট চলাকালীনই মাঠ থেকেই বাংলাদেশ প্রাক্তন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান জানতে পারেন তাঁর বিরুদ্ধে দেশে হত্যা মামলা হয়েছে। এমনকি খেলা চলাকালীন তাঁকে জাতীয় দল থেকে সরিয়ে দিতে ও দেশে ফিরিয়ে আনতে বিসিবির কাছে লিগ্যাল নোটিশ পাঠায় সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। নোটিশে বলা হয়, সাকিব ফৌজদারি মামলার আসামি, আইসিসির নিয়ম অনুসারে তিনি জাতীয় দলে খেলতে পারেন না।আর মামলার এই রায় শুনেও দেশের জন্য লড়াই করে দেশকে যেমন জেতালেন তেমনই নিজেও করলেন এক বিশ্ব রেকর্ড!

ম্যাচের শেষ দিন রবিবার ৩টি উইকেট শিকার করেছেন সাকিব। সবমিলিয়ে এই রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে ৪টি উইকেট নিজের থলিতে জমা করেছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। আর এর সুবাদে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটের ইতিহাসে বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হওয়ার কীর্তি গড়েন সাকিব।এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার ড্যানিয়েল ভেট্টোরির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে তিনি ৭০৫টি উইকেট নিয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ উইকেট পাওয়ার সুবাদে তিন ফরম্যাটে সাকিবের উইকেট সংখ্যা এখন ৭০৭টি।

জন্মাষ্টমীতে শত কৃষ্ণের সমাহার পাইকপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে

বোলপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের মধ্যেই বিরাজ করেন, আর এই ভাবনায় সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা সমিতির উদ্যোগে পাইকপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনকে স্মরণে রেখে ছোট ছোট বিভিন্ন বয়সী শিশুদের নিয়ে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা দেখতে উৎসাহ ছিল চোখের পড়ার মতো। খুদে কৃষ্ণদের দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। খুদেদের মধ্যে বংশীধারী , সুদর্শনধারী, গোঠের রাখল কেউবা ননীচোরা থেকে বালগোপাল। এমনকি কালীয়নাগ দমনকারী কৃষ্ণ সাজে শিশুদের অভিনয় ছিলো নজরকাড়া।সংস্কার ভারতীর এই কৃষ্ণ রূপসজ্জা প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে মোট ১০০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। ''ক'' বিভাগে যথাক্রমে সম্পূর্ণা নরসুন্দর, যৌথ ভাবে তিতলি দাস ও আয়ুষ বার্নোয়ার এবং ঋদ্ধিমান চন্দ্র বিজয়ী ঘোষিত হয় আর ''খ '' বিভাগের বিজয়ীরা হলো অনিকেত রায় , সায়ন্তন ব্যানার্জী, আয়েত্রিকা নন্দন।

কৃষ্ণের নানা উক্তি ,নাটক , নাচ ও ভাব- ভঙ্গিমায় শিশুদের নানারূপ দেখে আনন্দিত উদ্যোক্তা থেকে অভিভাবক সকলেই। কৃষ্ণ সেজে উপস্থাপন করতে পেরে খুশি শিশুরাও।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিচারক নীলাদ্রি ঘোষ, নাট্য ব্যক্তিত্ব শম্ভুনাথ সাহা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈকত সেনগুপ্ত। প্রতিযোগিতায় জাতি ধর্ম বর্নের বিভেদ ভুলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অভিভাবকরা তাদের শিশুদের শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। সমাজের উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ বহু পরিবারের শিশুরা এমনকি মুসলিম পরিবারের সন্তানও এদিন সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণ সেজে মঞ্চে উপস্থিত হয়। ওই শিশুর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন এবং সফল উপস্থাপন দর্শকদের নজরকাড়ে। সংস্থার সম্পাদক সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন , 'ভারতের রাষ্ট্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ শিশুদের মনে প্রতিফলিত হোক এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।' জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু শিশুর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পায় ।অবিভাবক সঞ্চিতা রায় চক্রবর্তী বলেন, শিশুদের মনে শ্রীকৃষ্ণের গুণ প্রকাশিত হোক এই প্রার্থনা।'

মঙ্গলবার ডন ব্র্যাডম্যানের জন্মদিন

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত স্যার ডন ব্র্যাডম্যান। ২০ বছরেরও বেশি তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে শাসন করেছেন। তাঁর অবিশ্বাস্য টেস্ট ব্যাটিং গড় ৯৯.৯৪ এর রেকর্ড এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যাটসম্যানই ভাঙতে পারেনি।

তাঁকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে এমন কাহিনী প্রচলিত আছে যে তিনি ছোটবেলায় ক্রিকেটের একটি স্টাম্প এবং একটি গলফ বল নিয়ে অনুশীলন করতেন। বাইশতম জন্মদিনের আগেই তিনি সর্বোচ্চ স্কোর-সহ আরও বেশ কিছু রেকর্ড করেছিলেন, যার মধ্যে কিছু রেকর্ড আজও কেউ ছুঁতে পারেননি। দীর্ঘ সময় ক্রিকেট জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরে তিনি প্রায় তিন দশক ধরে প্রশাসক, নির্বাচক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।১৯০৮ সালের ২৭ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের কোটামুন্ড্রাতে ডন ব্র্যাডম্যানের জন্ম। বিদ্যালয় জীবন শুরু বাওরাল পাবলিক বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের হয়ে মিটাগং উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ১১৫ রানের একটি অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। এটিই ছিল জীবনের প্রথম সেঞ্চুরি।

১৯৪৯ সালে ক্রীড়াজগতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রথম অস্ট্রেলীয় হিসেবে তিনি 'নাইট ব্যাচেলর' উপাধি পান। আর আন্তর্জাতিক স্তরেও রয়েছে একাধিক সম্মান। তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করা হয়। ২০০৯ সালে মরণোত্তরকালে তাঁকে 'আইসিসি ক্রিকেট হল অফ ফেম'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ এই ডন ব্র্যাডম্যানকে আমরা হারিয়েছি।

অবসরের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা ধাওয়ানের

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): শনিবার এক ভিডিয়োবার্তায় শিখর ধাওয়ান সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা যেতে না যেতেই তিনি জানিয়ে দিলেন মাঠে ফিরছেন।

ধাওয়ান জানিয়েছেন, তিনি লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে খেলবেন। ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের অবসর নেওয়ার পর এই প্রতিযোগিতায় খেলতে দেখা যায়। যেমন সচিন তেন্ডুলকর, গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে ইরফান পাঠান, যুবরাজ সিং, রবিন উথাপ্পাদের দেখা গিয়েছে এই প্রতিযোগিতায় খেলতে। আর সেখানেই খেলতে চান ধাওয়ান।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ত্রিপুরায় পরিষেবা পুনরুদ্ধারে টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও পরিষেবা প্রদানকারীরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট : টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিওটি) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ত্রিপুরায় দূরসঞ্চার-পরিষেবা পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বিএসএনএল, রিলায়েন্স জিও, এয়ারটেল এবং ভোডাফোন সহ সমস্ত টেলিকম পরিষেবা সরবরাহকারীদের (টিএসপি) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বন্যা-ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে ৯৪ শতাংশেরও বেশি অংশে টেলিকম নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এটি উদ্ধারকারী দল, সরকারি কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে।

অভূতপূর্ব ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ত্রিপুরা মারাত্মক ব্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, যার ফলে ১৯ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত মারাত্মক বন্যা পরিস্থিতি ছিল। বন্যায় টেলিকম পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং টেলিকম পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

দুর্দশাগ্রস্ত জনগণকে সহায়তা করতে এবং পরিষেবাগুলির নিরবচ্ছিন্ন কভারেজ সুনিশ্চিত করতে টেলিকম সংযোগ বাড়ানোর জন্য টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিওটি) এবং টেলিকম পরিষেবা সরবরাহকারীরা (টিএসপি) নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেঃ

** ডিওটি তার ফিল্ড ইউনিট অর্থাৎ নর্থইস্টার্ন লাইসেন্স সার্ভিস এরিয়া (এনই-এলএসএ) এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করছে।

** ত্রিপুরার টেলিযোগাযোগ বিভাগের এলএসএ ইউনিট দ্রুততার সঙ্গে কাজ করেছে এবং তারা রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে, যাতে টেলিকম নেটওয়ার্কটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনরুদ্ধার করা যায়।

** টেলিযোগাযোগ বিভাগ তার ক্ষেত্র কার্যালয় থেকে গ্রাউন্ড পর্যায়ের বা তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিবেদন পাওয়ার পরে ২২/০৮/২০২৪ থেকে ২৭/০৮/২০২৪ পর্যন্ত ত্রিপুরায় ইন্ট্রা সার্কেল রোমিং (আইসিআর) চালু করেছে।

যার ফলে সমস্ত টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা অবিলম্বে তাদের নেটওয়ার্কে ইন্ট্রা সার্কেল রোমিং চালু করে দেয়, যা থেকে গ্রাহকরা তাদের সিম-এর নেটওয়ার্ক সাবস্ক্রিপশন নির্বিশেষে যে কোনও উপলব্ধ টেলিকম নেটওয়ার্কের পরিষেবা পেতে পারেন।

** রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুরোধের ভিত্তিতে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে খারাপ হয়ে যাওয়া টেলিকম সরঞ্জামগুলি বদলে দিয়েছে। এই প্রতিস্থাপনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা এবং উদ্ধারকর্মী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল সবাই সহায়তা পেয়েছে।

** এছাড়াও, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা আরও বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিচ্ছে, যাতে মানুষ এই কঠিন সময়ে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। জিও'র পক্ষ থেকে এইসব এলাকার সমস্ত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে, যাদের প্ল্যানগুলির মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে বা আগামী দু'দিনের মধ্যে মেয়াদ শেষ হতে চলেছে, তাদের প্রিপেইড প্ল্যানগুলির বৈধতা চারদিন বাড়ানো হয়েছে। এয়ারটেল প্রিপেইড গ্রাহকদের ক্ষেত্রে যাদের প্ল্যান ভ্যালিডিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং তারা রিচার্জ করতে পারছেন না, তাদেরকে প্রতিদিন দেড় জিবি ফ্রি মোবাইল ডেটা দেওয়া হচ্ছে এবং সীমাহীন কলিং-এর সুবিধা সহ চার দিনের ভ্যালিডিটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সমস্ত পোস্টপেইড গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিল পরিশোধের তারিখও ৩০ দিন বাড়ানো হয়েছে।

সাফ অনূর্ধ-২০'র সেমিফাইনাল: সোমবার ভারত মুখোমুখি বাংলাদেশের

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): সোমবার সাফ অনূর্ধ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের। কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫ থেকে। গত আসরের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আত্মবিশ্বাস এবার কাজে লাগাতে মরিয়া শক্তিশালী ভারত। আসরের শুরু থেকেই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে টিম ইন্ডিয়া। দুটি জয়ে 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা।

এদিকে শক্তিশালী ইন্ডিয়াকে সমীহ করছে বাংলাদেশ দল। তবে গতবারের ব্যর্থতা ভুলে এবার জয়ের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী লাল সবুজ। আগের ম্যাচে নেপালের কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। সেমিতে আর কোনও ভুল করতে চায় না মারুফুল হকের শিষ্যরা। জাতীয় দল ও প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলারদের নিয়ে গড়া এই দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ কোচ।

শ্রীরামপুরে নাকা তল্লাশি চলাকালীন আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার পাঁচজন

হুগলি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : হুগলি জেলার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ রবিবার গভীর রাতে নাকা তল্লাশির সময় আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (শ্রীরামপুর) অর্ণব ঘোষ বলেছেন যে রবিবার গভীর রাতে নাকা চেকিংয়ের সময়, শ্রীরামপুর থানার পুলিশ চেকিংয়ের জন্য দেরিগাঙ্গী মোড়ে একটি স্করপিও গাড়ি থামায়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি করে যাত্রীদের কাছ থেকে দুটি ৯ এমএম পিস্তল এবং ছয় রাউন্ড নিষিদ্ধ গুলি উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের নাম হল সৌম্য সুরুল ওরফে পিয়াল (৩৩), শিবনাথ বিশ্বাস ওরফে ছোটকা (৩৬), সুমিত দাস ওরফে গুলু (২০), ষষ্ঠী দাস (৩০) ও দীপক সিং ওরফে সুজিত ওরফে পঙ্গা (২৬ বছর)। তাদের মধ্যে সৌম্য সুরুল ওরফে পিয়াল শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত জেএন লাহিড়ী রোড এলাকার বাসিন্দা, অন্য চারজন শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত মানিকতলার দেবাগানের বাসিন্দা। পুলিশ স্করপিওটিকে আটক করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মিলছে না পানীয় জল, কোচবিহারে কাউন্সিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

কোচবিহার, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : মিলছে না পানীয় জল। তাই কাউন্সিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। সেখানকার কলাবাগান এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা পুরসভার পাইপ লাইনের মাধ্যমে দেওয়া পানীয় জল পাচ্ছেন না। বারবার স্থানীয় কাউন্সিলার মায়া সাহাকে অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে পানীয় জল কিনে খেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। সেই সামর্থ্য যাদের নেই, তাঁরা টিউবয়েলের জল খাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার কলাবাগান এলাকায় আসেন কাউন্সিলার। সেইসময় তাঁকে ঘিরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাসিন্দারা।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা জানান, দ্রুত পাম্প মেরামত করে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে। কাউন্সিলার বলেন, পা'ম্পটি বিকল হয়ে যাওয়ার জন্যই সমস্যা হয়েছে। সেটি দ্রুত মেরামত করা হবে। অস্থায়ী জলের ট্যাঙ্ক দিয়ে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

দিল্লিতে ঘুমিয়ে থাকা ফুটপাতবাসীদের পিষে দিল ট্রাক, মৃত ৩

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): দিল্লিতে ঘুমিয়ে থাকা ফুটপাতবাসীদের পিষে দিল বেপরোয়া ট্রাক। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৩ জন। গুরুতর আহত দুজন।

জানা গেছে, সোমবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে দিল্লির শাস্ত্রীনগর এলাকায়। ট্রাকটি সিলেমপুর থেকে আয়রন ব্রিজের দিকে যাচ্ছিল। ওখানেই ফুটপাতে ঘুমোচ্ছিলেন পাঁচজন। বেপরোয়া ট্রাকটি তাঁদের পিষে দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক বলে জানা যাচ্ছে।

লোকো পাইলটের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা একাধিক হাতির

আলিপুরদুয়ার, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : ডাউন ধুবরি-শিলিগুড়ি ডেমু এক্সপ্রেসের লোকো পাইলটের সতর্কতার কারণে সোমবার হাসিমারা ও মাদারিহাটের জঙ্গলের একাধিক হাতির প্রাণ বাঁচল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ডাউন ধুবরি-শিলিগুড়ি ডেমু এক্সপ্রেসের লোকো পাইলট সোমবার সকালে দেখেন রেলের ট্র্যাকে বহু হাতি এসে পড়েছে। এই হাতির পালের মধ্যে একটি শাবকও ছিল। লোকো পাইলট তৎক্ষণাৎ ট্রেন থামিয়ে হাতিদের ট্র্যাক থেকে সরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। হাতিগুলো ট্র্যাক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ট্রেনটি আরও এগিয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই পশুপ্রেমীরা লোকো পাইলটের প্রশংসা করেন

আলিপুরদুয়ারে মাদক ট্যাবলেট-সহ আটক যুবক

আলিপুরদুয়ার, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : বিপুল পরিমাণ নেশার ট্যাবলেট-সহ এক যুবককে আটক করেছে জেলা পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম রোহিত মির্ধা। তিনি মেছপাড়া এলাকার বাসিন্দা। সোমবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করবে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে জেলার মেন্দাবাদি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় সন্দেহজনক অবস্থায় ধরা পড়ে ওই যুবক। ওই যুবককে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এর পরে পুলিশ এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে এবং যুবককে গ্রেফতার করে। এদিন অভিযুক্ত যুবককে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সংশোধিত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): বিজেপি সোমবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপের জন্য ১৫ জন প্রার্থীর একটি সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের জন্য জারি করা তালিকা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলো পরে প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে, বিজেপি তিনটি ধাপের জন্য ৪৪ জনের প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছিল। এতে প্রথম ধাপে ১৫ জন, দ্বিতীয় ধাপে ১০ জন এবং তৃতীয় ধাপে ১৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত ৯০টি আসনে তিন দফায় ভোট হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত ৪ অক্টোবর।

লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা তৈরির সিদ্ধান্ত উন্নত শাসন ও সমৃদ্ধির পদক্ষেপ: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে এই তথ্য দিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা গঠন উন্নত শাসন ও সমৃদ্ধির পথে আরও একটি পদক্ষেপ। জাঁসকর, দ্রাস, শাম, নুব্রা এবং চাংথাং-এ এখন আরও বেশি খেয়াল রাখা হবে। এর ফলে এখানকার জনগণের আরও কাছে পরিষেবা এবং সুযোগ আসবে। সেখানকার বাসিন্দাদের অভিনন্দন।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাঁসকর, দ্রাস, শাম, নুব্রা এবং চাংথাং নামে নতুন জেলাগুলি হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমৃদ্ধ ও বিকশিত লাদাখ গড়ার সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই পাঁচটি জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, এই নতুন জেলা গঠনের ফলে এখানে সুশাসন আরও মজবুত হবে। মোদী সরকার লাদাখের মানুষের জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

কংগ্রেস সাংসদ বসন্ত চহ্বানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নান্দেদের কংগ্রেস সাংসদ বসন্তরাও চহ্বান দীর্ঘ রোগভোগের পরে সোমবার হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। নান্দেদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদের প্রয়াণে শোকাহত হাত শিবির। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শোকবার্তায় লেখেন, বসন্তরাও চহ্বানের মৃত্যুসংবাদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

চতুর্মুখির প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হলো লেকটাউনে

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): সম্প্রতি মানিক্যমঞ্চ লেকটাউনে হয়ে গেল 'চতুর্মুখি'-র প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। 'আনন্দধারা' ও 'সুরবীণার' সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীত, 'আবৃত্তি-অকপটের' শিল্পীদের আবৃত্তি, অলিপ্রিয়া ও পাপিয়া দত্তের একক সঙ্গীত এবং শৌর্য্যদীপ্ত ভট্টাচার্য্যের সরোদ বাদন পরিবেশন হয় অনুষ্ঠানে। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ডঃ মধুমিতা দেবের রচিত এবং পরিচালিত কাব্যনাট্য 'সাধনা'। অনুষ্ঠানের শেষভাগে ছিল 'চতুর্মুখি' পরিচালিত স্বাধীনতা বন্দনা।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মাষ্টমীর শুভ উপলক্ষে রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সবাইকে জন্মাষ্টমীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।'

জন্মাষ্টমীর উৎসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। এই দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং নিজের জীবন দিয়ে প্রেম, সত্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। এই উতব বিশেষ করে ভক্তি, ভালবাসা এবং সেবার বার্তা দেয় এবং সারা দেশে এই দিনটি ব্যাপক আড়ম্বরে উদযাপিত হয়। মন্দিরগুলিতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয় এবং ভক্তরা উপবাস পালন করে ভগবান কৃষ্ণের উপাসনা করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের জনগণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ করে সমাজে প্রেম, শান্তি ও সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সাংসদ বসন্ত চহ্বানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের নান্দেদের কংগ্রেস সাংসদ বসন্তরাও চহ্বান দীর্ঘ রোগভোগের পরে সোমবার হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, লোকসভার সাংসদ বসন্তরাও বলবন্তরাও চহ্বান এর প্রয়াণে মর্মাহত। সাংসদ হিসেবে তিনি জনগণের কল্যাণ ও মহারাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। আমি তাঁর পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জানাই।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন তুলসি

তুলসি মোটেও মিষ্টি ধরনের কোন উদ্ভিদ নয়, যা খাদ্যে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই সবুজ উদ্ভিদ ওসিমিয়াম টেনুইফ্লরাম বা তুলসি নামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বেশ পরিচিত। চোখের রোগ থেকে শুরু করে দাদ সারাতেও এটি ঔষধী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তুলসির পাতা থেকে বীজ, সবকিছুই শরীর-মন সুস্থ রাখতে বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে থাকে।

তুলসির বিভিন্ন অংশ যেসব চিকিতার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে-

১. ব্রঙ্কাইটিস: তুলসির পরিষ্কার ফুল এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

২. ম্যালেরিয়া: পাতা ও বীজ কালো গোলমরিচের সাথে ব্যবহার করা হয়।

৩. ডায়রিয়া, মাথা ঘুরানো ও বমিভাব: সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিকে ব্যবহার করা হয় এ সমস্যার ক্ষেত্রে।

৪. চর্বি: এ ধরণের সমস্যার জন্য সম্পূর্ণ উদ্ভিদ দিয়ে ট্যাবলেট এবং মলম তৈরি করে ব্যবহার করা হয়।

৫. আলসার ও চক্ষু রোগ: এই উদ্ভিদটির অ্যালকোহল নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

৬. পোকাকামড়: পাতা থেকে তেল সংগৃহীত করে ব্যবহার করা হয়।

বহু গবেষণায় মানুষের চিকিতার জন্য তুলসির ব্যবহার গবেষকরা সমর্থন করে থাকেন। পুষ্টির মান সহ এতে রয়েছে উচ্চমাত্রা সম্পন্ন: ভিটামিন এ ও সি, ক্যালসিয়াম, জিংক, ক্লোরোফিল।

তবে তুলসি পাতা প্রাকৃতিক ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করলেও চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত এছাড়াও চিকিতকের অনুমোদনে কোনো ঔষধ সেবনরত অবস্থায় এটি সেবন বা ব্যবহার না করাই উত্তম।

তুলসি পাতার নানাবিধ শারীরিক উপকারিতার মাঝে প্রধান কয়েকটি উপকারিতা এখানে তুলে ধরা হলো।

কমায় মানসিক চাপ ও অশান্তি

আয়ুর্বেদ জার্নাল এবং ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন এর তথ্যানুযায়ী, ডায়াজেপাম এবং অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগস এর তুলনায় বেসিল এর মধ্যে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং বিরোধী-উদ্বেগ বৈশিষ্ট্য বেশি রয়েছে। এক গবেষণায় তুলসি পাতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ৫০০ মিলিগ্রামের মতো তুলসি গ্রহণ করেন তাদের মাঝে উদ্বেগ, মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা তুলনামূলক কম থাকে।

আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারীরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তুলসি পাতা দিয়ে চা পান করতে, এটি ক্যাফেইনমুক্ত এবং প্রতিদিন পান করা যাবে। এছাড়া এই চা পানের মাধ্যমে যোগব্যায়াম সমপরিমাণ মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যাবে।

শরীরকে প্রাণবন্ত ও উতুল্ল করে

তুলসি পাতায় থাকা পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে ডিটক্স করতে সহায়তা করে। স্টাডিজ ট্রাস্টেড জানাচ্ছে, তুলসি শরীরকে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান থেকে রক্ষা করে এবং ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে সুস্থ রাখে। এতে করে শরীর প্রাণবন্ত ও উতুল্ল থাকে।

ইনফেকশন ও ক্ষত প্রতিরোধ করে

সার্জারি হওয়ার পরে ক্ষতস্থান দ্রুত ভালো হওয়ার জন্য তুলসি পাতা ব্যবহার করেন অনেকেই। তুলসি ক্ষতস্থানের শক্তি পুনঃরুদ্ধার করে, ক্ষত সারানোর সময় কমিয়ে আনে এবং দ্রুত কাজ করতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানীরা জানান, তুলসি পাতা যেমন- মুখের আলসার, ব্রন, পুরনো দাগের মতো ইনফেকশন ও ক্ষত থেকে রক্ষা করে।

রক্তে চিনির মাত্রা কমায়

যদি আপনার প্রিডায়াবেটিস বা টাইপ-২ ডায়বেটিস থাকে, তবে তুলসি পাতা তা কমাতে সাহায্য করবে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে- ওজন বেড়ে যাওয়া, রক্তে অধিক ইনসুলিন, উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপের মতো ডায়বেটিসের লক্ষণসমূহ কমাতে তুলসি কাজ করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, তুলসি ৩০ দিনে ২৪ শতাংশ ব্লাড-সুগার কমাতে পারে। তবে, খাদ্যাভ্যাসে এটি যুক্ত করার পূর্বে চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে।

কমায় কোলেস্টেরলের মাত্রা

যেহেতু তুলসি পাতার কাজই হচ্ছে বিপাকীয় চাপ কমানো, তাই এটি ওজন ও কোলেস্টেরল কমাতেও কাজ করে। এটি ক্ষতিকর কোলেস্টেরল হ্রাস করে, ভালো কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে। তুলসি পাতা, তেল, তুলসি গুঁড়ার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে থাকে।

সুস্থ রাখে পাকস্থলী

তুলসি প্রাকৃতিকভাবে পেটের সমস্যা আলসার থেকে প্রতিহত করে এবং প্রতিরক্ষা করে। উপকারী এই পাতা পেটের অ্যাসিড হ্রাস করে, মিউকাস নিঃসরণের মাত্রা বাড়ায়, মিউকাস কোষের আয়ু বৃদ্ধি করে। পেপটিক আলসার হলে বাজারের ওষুধ গ্রহণে পার্শ-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে তুলসি -পাতা গ্রহণে উপকার দেখা দেবে।

কি হতে পারে সকালে দাঁত না মেজে জল পান করলে

এই জলর মাত্রা শরীরকে সুস্থ রাখতে, শরীরের নানাবিধ কার্যাবলিকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। যে কারণে নিয়মিত আট-দশ গ্লাস পরিমাণ জল পানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমনকি শারীরিক বহু সমস্যা ও জটিলতা এড়ানো যায় জল পানের সুঅভ্যাস বজায় রাখার মাধ্যমে।

কিন্তু আজকের ফিচারের বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন।

শুধু জল পানের গুরুত্ব নয়, আজকে কথা বলা হবে সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে জল পানের বিষয়টি নিয়ে। অনেকের মাঝেই একটি ভ্রান্ত ধারনা আছে- দাঁত না মেজে বাসি মুখে জল পান করলে অসুস্থতার সম্ভবনা থাকে। বিষয়টি কতটা সঠিক?

আদতে বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। অর্থাতদাঁত না মেজে জল পানের স্বাস্থ্যহানির সম্ভবনা তো নেই-ই, বরং রয়েছে বহু স্বাস্থ্য উপকারিতা।

অনেকে ভাবেন বাসি মুখে জল পানের ফলে দাঁত ও মুখের স্যালাইভাতে থাকা ব্যাকটেরিয়া পেটে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নেই। বরং এই সকল ব্যাকটেরিয়া জল পানের সঙ্গে পাকস্থলীতে গেলে, পাকস্থলিস্থ অ্যাসিডে মারা যায়। ফলে দাঁত না মেজে জল পানে কোন সমস্যা নেই।

এছাড়া জাপানিজ সংস্কৃতির অংশ হলো সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাসি মুখে একসাথে দুই গ্লাস জল পান করা। এমনই ডাক্তাররাও খালি পেটে দুই গ্লাস জল পানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই জেনে রাখুন দাঁত না মেজে জল পানের কিছু দারুণ উপকারিতা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

উপরেই বলা হয়েছে দাঁত না মেজে জল পানের ফলে দাঁত ও মুখের স্যালাইভায় থাকা ব্যাকটেরিয়া পেটে প্রবেশ করে ও পাকস্থলিস্থ অ্যাসিডের প্রভাবে মরে যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খুব সহজেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীর জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়ায় করা শিখে যায়।

পাকস্থলী সুস্থ রাখে

সকালে একদম খালি পেটে জল পানের ফলে পেটের বর্জ্য পদার্থ সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যায়। এতে করে পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র সুস্থ থাকে এবং তার স্বাভাবিক কাজ চালু রাখতে পারে।

মেটাবলিজমের মাত্রা বৃদ্ধি করে

ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মেটাবলিজমের মাত্রা অনেকখানি প্রভাব ফেলে। এই মেটাবলিজমের মাত্রা বৃদ্ধি পায় নিয়মিত খালি পেটে জল পানের অভ্যাসের ফলে। এছাড়াও খালি পেটে জল পান করলে দিনভর শরীরে আর্দতা বজায় থাকে।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

সকালে খালি পেটে দুই গ্লাস পরিমাণ জল পান করার পরে স্বাভাবিকভাবেই পেট ভরে যাবে। এতে করে বাড়তি খাবার খাওয়ার চাহিদা তৈরি হবে না।

এখন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বাড়াতে পারে আপনার স্মৃতিশক্তি

স্মৃতিশক্তিজনিত সমস্যায় ভোগেন অনেকেই।

অল্পতেই কোন বিষয়ে ভুলে যাওয়া, দীর্ঘদিন কোন কিছু ভালোভাবে মনে রাখতে না পারার মতো সমস্যাগুলো দেখা দিলে বুঝতে হবে দুর্বল স্মৃতিশক্তির সমস্যায় ভুগছেন আপনি।

আয়ুর্বেদে বহু রোগ, শারীরিক ও মানসিক সমস্যার খুব চমতার সমাধান ও চিকিৎসা রয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে কোথায় চশমা রেখেছেন, গতকাল দুপুরে কি খেয়েছেন বা আগামীকাল কখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে- এই বিষয়গুলো যদি পরিষ্কারভাবে মনে করতে সমস্যা হয়, ত্তবে খুব দ্রুত আয়ুর্বেদিক উপায়ের শরণাপন্ন হতে হবে।

আয়ুর্বেদে স্মৃতিশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ও বৃদ্ধিতে বাড়তি কোন উপাদান নয়, কিছু প্রাকৃতিক ও উপকারী খাদ্য উপাদান খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

কাঠবাদাম

অন্যান্য সকল ধরণের বাদামের মাঝে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে কাঠবাদাম সবচেয়ে বেশি কার্যকরি। কারণ এই বাদামে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডস ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমূহ। যা মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী। কাঠবাদাম খাওয়ার সবচেয়ে সঠিক প্রক্রিয়াটি হলো- সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরদিক সকালে জল ছেঁকে এরপর দুধ ও মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া।

আমলকি

ত্বক ও চুলের পরিচর্যা, সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য তো বটেই, মস্তিষ্ক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও আমলকি দারুণ উপকারী প্রাকৃতিক উপাদান। পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন-সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় আমলকি নিয়মিত খাওয়ার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় তুলনামূলক অনেক বেশি। এছাড়া নার্ভাস সিস্টেমের উপরেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে আমলকি। ফলে বয়স্কদের আলঝেইমার রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভবনা কমিয় অনেকখানি। আস্ত আমলকি কিংবা আমলকির রস পান করা যেতে পারে।

মাছের তেল

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাছের তেল চমতার একটি খাদ্য উপাদান, বিশেষত আপনি যদি নন-ভেজিটেরিয়ান হয়ে থাকেন। মাছের তেলে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রানিজ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। যা মস্তিষ্কের কোষের পুনর্গঠনে সাহায্য করে। যা পরবর্তিতে স্মৃতিশক্তি জোরদার করতে ভূমিকা পালন করে।

দারুচিনি

মশলা হিসেবে বিভিন্ন ধরণের বহুল ব্যবহৃত এই উপাদানটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। আধা চা চামচ পরিমাণ দারুচিনি গুড়া এক চা চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ঘি

ফ্যাট-সল্যুবল ভিটামিন ও এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের উত হলো ঘি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঘি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করতে কাজ করে। তরুণ বয়সে প্রতিদিন আধা-এক চা চামচ পরিমাণ বিশুদ্ধ ঘি গ্রহণে মস্তিষ্কের সার্বিক উন্নতি ঘটে।

শরীরে মারাত্মক কোনো রোগ আছে কিনা বুঝুন ১০ লক্ষণে দেখেনিন

আমাদের দেহ আসলে অবিশ্বাস্যরকমভাবে জটিল। এতে সার্বক্ষণিকভাবে সক্রিয় নানা অঙ্গ যেমন আছে তেমনি আছে কখনোই না ঘুমানো একটি মস্তিষ্ক। আর প্রতিটি সিস্টেমই একটি আরেকটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনো একটা সিস্টেমে সমস্যা হলে অন্য সিস্টেমেও তার প্রভাব পড়ে। এবং নানা বাহ্যিক লক্ষণে তা স্পষ্ট হয়।

এখানে রইল এমন দশটি লক্ষণের বিবরণ যেগুলো দেখলে বুঝতে হবে আপনার দেহের ভেতরে মারাত্মক কোনো সমস্যা হয়েছে।

১. চুলকানিযুক্ত র্যাশ এবং একাধিক জায়গায় স্ফীতি

বেশিরভাগ ত্বকের অ্যালার্জি একটি বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যদি আপনার দেহের একাধিক অংশে চুলকানিযুক্ত র্যাশ এবং ফোলা দেখা দেয় তাহলে তা দেহের ভেতরের কোনো সিস্টেমের সমস্যার কারণে হয়েছে। যা শুধু একজন ডাক্তারই সারিয়ে তুলতে পারবেন।

২. ক্ষুধামান্দ্য

ক্ষুধার অনুভূতি কমে যাওয়া বেশিরভাগ রোগেরই একটি ক্ল্যাসিক লক্ষণ। আর তা যদি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী হয় তাহলে তা হতে পারে ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ের লক্ষণ।

৩. মূত্রাশয় এবং অন্ত্রের সমস্যা

হঠাতকরেই যদি আপনার টয়লেটে যাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই উদ্বেগের কারণ। বেশি বেশি পেশাব হওয়াটা ডায়াবেটিসের লক্ষণ।

৪. হাত কাঁপা, স্পষ্ট স্বপ্ন, এবং মাংসপেশির অনিচ্ছাকৃত ভাঁজ

এগুলো হলো পারকিনসনস রোগের লক্ষণ। সুতরাং আপনি যদি হাত কাঁপার কারণে লিখতে না পারেন বা আপনার ঘাড় এবং অন্য কোনো অঙ্গ অনিচ্ছাকৃতভাবে মাঝেমধ্যেই বেঁকে যায় বা ভাঁজ পড়ে তাহলে দ্রুত কোনো স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫. হঠাতমেজাজ-মর্জির পরিবর্তন

নারীরা অনেক সময় তাদের মাসিক ঋতুস্রাবের আগে এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হন। এসময় তাদের মেজাজ খিটমিটে হয়ে যায়। কিন্তু আপনার যদি কোনো কারণ ছাড়াই এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তা হতে পারে আপনার দেহের ভেতরের কোনো সিস্টেমের মারাত্মক কোনো সমস্যার লক্ষণ।

যাদের অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বা মূত্র গ্রন্থির পাশে বা ওপরে টিউমার হয়েছে তাদের রক্তে অ্যাড্রেনালিন উচ্চ মাত্রায় বেড়ে গেছে। যার ফলে হার্টের তড়পানি বেড়ে যাওয়া, আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টি এবং নানা সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৬. রাতে ঘুমের মধ্যে উচ্চ আওয়াজে নাক ডাকা

যারা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন তারা মূলত স্লিপ অ্যাপনিয়া নামের একটি রোগে আক্রান্ত। এর মানে হলো তাদের শ্বাসনালী ঘুমের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। জিহ্বা পেছনের দিকে চলে যাওয়ার কারণে বা তাদের শ্বাসনালীর কাঠামোগত কোনো সমস্যার কারণে এমনটা হয়।

এই ধরনের সমস্যা এড়ানোর জন্য বুকের ওপর ভর দিয়ে বা উপুড় হয়ে শোওয়ার চেষ্টা করুন। এতে শ্বাসনালী খোলা থাকবে এবং কোনোভাবেই বন্ধ হবে না। কিন্তু এরপরও যদি নাকডাকার সমস্যা দূর না হয় তাহলে আপনার অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি।

৭. ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করা

অনেক সময় অচেতনভাবেই দাঁত কিড়মিড় করতে পারেন কেউ কেউ। একে বলে ব্রুক্সিজম। আর সাধারণত এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত লোকের পাশে ঘুমালে আপনিও এমনটা করতে পারেন। অথবা পেছনের দাঁতে তীব্র সংবেদনশীলতা থাকলেও এমনটা ঘটতে পারে।

এই ধরনের সমস্যা হতে পারে মানসিক স্ট্রেস বা অবসাদের কারণে। ফলে মানসিক চাপ দূর হয়ে গেলে এই সমস্যাও আর থাকে না। কিন্তু অনেক সময় আপনার চোয়াল এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়তে পারে। এমনকি মানসিক চাপ না থাকা অবস্থায়ও। তখন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এমন অভ্যাস-ভাঙ্গার জন্য দাঁতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হতে পারে।

৮. দেহ থেকে নিঃসরিত কোনো তরলের মধ্যে রক্ত

কফ, পেশাব, বুকের দুধ, বা পায়খানার সঙ্গে যদি রক্ত বের হয় তাহলে আর দেরি না করে দ্রুত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কারণ দেহের কোনো তরলের সঙ্গে রক্ত যাওয়াটা দেহের ভেতরের মারাত্মক কোনো রোগের লক্ষণ।

৯. খাবার খাওয়ার পর নিয়মিতভাবে পাকস্থলিতে এসিড উদগীরণ

আপনার যদি প্রায়ই খাবার খাওয়ার পর পাকস্থলিতে এসিডের উদগীরণ হয় এবং বুক ও গলা জ্বালাপোড়া করে তাহলে আপনি হয়তো জিইআরডি বা গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ নামের রোগে আক্রান্ত। আর বেশিরভাগ সময়ই মশলাদার এবং ভাজাপোড়া খাবার খাওয়ার কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। তথাপি অনেক সময় একদমই ভিন্ন কোনো কারণে এই রোগ হতে পারে। সুতরাং দীর্ঘদিন ধরে এসিডিটির সমস্যা হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

১০. চোখ, ত্বক এবং জিহ্বায় হলুদ আভা আপনার চোখ, জিহ্বা, ত্বক এবং হাতের তালুতে হলুদাভ ছোপ পড়লে বুঝতে হবে আপনার জন্ডিস হয়েছে। লিভারের সমস্যার কারণে এমনটা হয়। সুতরাং এমন সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের কাছে যান।

মাঝে মধ্যেই ঘুমের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়?

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন আরাম করে। হঠাতনিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, ভেঙে গেল ঘুম। ঘুম ভেঙেই ক্ষান্ত নয়, আটকে যাওয়া দম ফেরাতে হতে হলো গলদঘর্ম। জল খেয়ে, বড় বড় শ্বাস নিয়ে এরপর কিছুটা স্থিতিশীল হওয়া গেল। এই দৃশ্য যদি আপনার কাছেও পরিচিত লাগে তবে জেনে নিন, এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক নাম স্লিপ অ্যাপনিয়া।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগের জন্যই ভয়াবহ।

ঘুমে থাকাকালীন হঠাত নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সমস্যা হতে পারে অনেকের। গবেষকরা বলছেন, এই সমস্যার কারণ হতে পারে জিহ্বায় বাড়তি চর্বি বা মোটা জিহ্বা। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমনটাই দেখা গেছে। স্লিপ অ্যাপনিয়ার ক্ষেত্রে এ সমস্যা ছাড়াও ঘুমের ভেতর জোরে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিঃশ্বাসের শব্দও জোরে হতে পারে। আবার অনেক সময় নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হলে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমে ব্যাঘাত হলে পরদিন সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থেকে যায়।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়াও স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগা ব্যক্তিরা ঘুমের মধ্যে জোরে নাক ডাকেন বেশি। তাদের নিঃশ্বাসে উঁচু শব্দ যুক্ত হতে পারে এবং অনেক সময় নিঃশ্বাস না নিতে পারার কারণে ঘুমের মধ্যে তাদের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। এসব কারণে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, পরবর্তীতে যা অনেক বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। এসব রোগীদের অনেকেরই তাই পরদিন ঘুম ঘুম ভাব থাকে।

শুধু স্বাস্থ্যবান হলেই যে এমন সমস্যা হতে পারে তা কিন্তু নয়। বরং স্বাস্থ্যবান না হলেও জিহ্বা চর্বিযুক্ত হতে পারে। গবেষকরা এমন সব খাবারের সন্ধান করছেন, যেগুলো জিহ্বায় চর্বি কম যোগ করে থাকে। গবেষকরা বলছেন, এটি জন্মগত অথবা পারিপার্শকি কারণে হতে পারে। জিহ্বায় চর্বি যত কম, ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সমস্যাও তত কম হবে বলে মনে করেন তারা। এই সমস্যার অন্যতম একটি দিক হলো ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসনালীর উপরের আংশিক অথবা পুরোটা আটকে যাওয়া। যাদের ঘাড় ও টনসিল বড় বা ওজন বেশি তাদের এতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় বেশি থাকে। গবষেণাটি করা হয় ৬৭ জন স্থূলকায় ব্যক্তির ওপর। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, স্থূলকায় ব্যক্তিরা তাদের ওজন দশ শতাংশ কমানোর পর স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণগুলো প্রায় ত্রিশ শতাংশ কমে গেছে। ওজন হ্রাসের পর তাদের শ্বাসনালীর উপরের অংশের আকার পরীক্ষা করে এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারেন গবেষকরা। ওজন হ্রাস হলে চোয়ালের মাংসপেশিও কমে যায় কিছুটা। আমাদের শ্বাসনালীর দুইপাশের অংশ নিয়ন্ত্রণ করে চোয়ালের মাংসপেশী। তাই চোয়ালের মাংসপেশী কমে গেলে উপকার পাওয়া যায়। ব্রিটিশ লাঙ ফাউন্ডেশনের চিকিতক নিক হপকিনস জানিয়েছেন, ওজন হ্রাসের মাধ্যমে শ্বাসনালীর উপরের অংশ সরু হয়ে যাওয়া ঠেকানো যায়। তবে জিহ্বার চর্বি কমানোর কার্যকরী কোনো পদ্ধতি এখনও জানা নেই। তাই স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগলে তাদের জন্য কার্যকরী সমাধান এই গবেষণায় পাওয়া যায়নি।

সাইকেল চালালেই কমবে আপনার মেদ

অতিরিক্ত ওজন শরীরে একাধিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে। তাই অনেকেই চেষ্টা করেন অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ফেলতে। কিন্তু ওজন কমানোর কথা মাথায় এলে অনেকেই অনেক রকম কঠিন পরিশ্রমের কথা ভাবেন। অথচ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, সাইকেল চালানোর মতো নিত্যদিনের কাজেও ঝরতে পারে অতিরিক্ত মেদ। শুধু প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতির। সঠিক ভাবে মেনে চললে পাঁচটি সহজ কৌশলেই সাইকেল চালানোয় মিলতে পারে অভাবনীয় সুফল। ১। প্রস্তুতি: যে কোনও ধরনের শরীরচর্চা শুরুর আগে হাল্কা কিছু ব্যায়াম করে নিতে হয়। সাইকেল চালানোও তার ব্যতিক্রম নয়। সুফল পেতে সাইকেল চালানো শুরু করার মিনিট পনেরো আগে হালকা একটু হাঁটাহাঁটি করে নিন। এতে পেশির জড়তা দূর হবে, ঝরঝরে লাগবে শরীর। পাশাপাশি সাইকেল চালানোর সময় পরতে হবে খোলামেলা পোশাক। এর ফলে ঘাম নিঃসরণ সহজ হয়। ২। সমতলে শুরু: শুরুতেই চড়াই নয়, প্রাথমিক ভাবে সাইকেল চালানো শুরু হোক সমতলেই। প্রথমে কিছুক্ষণ এ ভাবে চালিয়ে ধীরে ধীরে চড়াইতে উঠতে পারেন, এতে শরীরের উপর আকস্মিক ধকল পড়ে না। ৩। সময় বনাম দূরত্ব: সুফল পেতে নিয়নিত দীর্ঘ সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব সাইকেল চালানোর অভ্যাস করা উচিত। তবে যাদের সাইকেল চালানোর অভ্যাস নেই তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে কম দূরত্ব ও কম সময় ধরে শুরু করা উচিত। বিশেষত যাদের স্থূলতার সমস্যা রয়েছে তাদের প্রথমেই সময় না মেপে কতটা দূরত্ব যাওয়া যেতে পারে তার উপর মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪। সাইকেলের গতি: সাইকেল চালানোর সময় একটি নির্দিষ্ট গতি বজায় রাখা আবশ্যিক। প্রথমে মধ্যম গতিতে শুরু করে ক্রমশ দ্রুত গতির দিকে যেতে হবে। এতে যেমন দীর্ঘ সময় ধরে সম্ভব হবে সাইকেল চালানো তেমনই বাড়বে কার্যকারিতা। একটানা দ্রুত গতিতে সাইকেল না চালিয়ে কিছুটা দ্রুত গতিতে চালিয়ে আবার কিছুটা বিশ্রাম দিতে হবে শরীরকে। তেমনই বাড়বে কার্যকারিতা। ৫। সঠিক খাদ্যাভ্যাস: সাইকেল চালানোর পর, তিরিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে পরিশ্রম অনুসারে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি সাইকেল চালানোর সময় শরীরে জল ও খনিজ পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সোমবার ৩৯ নং ওয়ার্ডের বর্ষপূর্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব ছবি।

দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): সোমবার সারা দেশে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। গোটা বিশ্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা এদিন সকাল থেকেই এই বিশেষ তিথি পালনে ব্যস্ত। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এক্স হ্যান্ডেলে এই পবিত্র উৎসবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু লিখেছেন, শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমি সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই। এই উৎসব আমাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক আদর্শে নিবেদিত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই উপলক্ষে, আসুন আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ করি এবং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, আপনাদের সকলকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা। জয় শ্রীকৃষ্ণ! ভারতীয় জনতা পার্টি লিখেছে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পবিত্র উৎসবে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বানভাসি গুজরাটের একাধিক এলাকা, সাহায্যের আশ্বাস অমিত শাহের

আমেদাবাদ, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে গুজরাটের বেশ কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন গুজরাটের একাধিক এলাকা। নাগাড়ে বৃষ্টিতে জল থইথই অবস্থা আমেদাবাদেও। বিশেষ করে জল জমেছে আমেদাবাদের ঘাটলরিয়া এলাকায়।

জানা যাচ্ছে, জলমগ্ন হয়েছে একাধিক রাস্তা। ফলে জল জমার জেরে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। নাকাল হতে হচ্ছে পথচলতি মানুষদেরও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু নীচু এলাকার বাড়িতেও জল ঢুকেছে। ফলে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ। তবে জল সরিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন, জানা গেছে এমনটাই।

শিলিগুড়িতে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট ২৬ আগস্ট (হি. স.) : স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করলো উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশ।ধৃতের নাম কিশোর ভগত(৩৫)।উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, পড়াশোনার সময় কিশোর ভগতের সঙ্গে তার স্ত্রী স্নেহার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।প্রায় ১২ বছর আগে তারা বিয়ে করে।বিয়ের কিছুদিন সব ঠিকঠাকই ছিল।পরবর্তীতে তাদের দাম্পত্য জীবনে ঝামেলা শুরু হয়।দুজনের মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকতো।যেকারনে দুজনই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল।পুলিশ সূত্রে খবর, ঝামেলার জন্য কিশোর ভগত গত ৭ দিন ধরে বাড়ির বাইরে থাকছিল।এরপর স্নেহা কিশোরকে বুঝিয়ে ফের বাড়িতে নিয়ে আসে।গত ২৪ আগস্ট ফের দুজনের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়।সেইসময় কিশোর তার স্ত্রীকে দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে।সেইসময় স্নেহার মাথা ফেটে যায়।আশঙ্কাজনক অবস্থায় কিশোর ভগত তার স্ত্রী স্নেহাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ভর্তি করায়।চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তার। ঘটনার পরই মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল ফাঁড়িতে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়।তদন্তে নেমে পুলিশ কিশোর ভগতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

এনএফ রেলের এক জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন চলাচলের মেয়াদ বৃদ্ধি

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ৬সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উভয় দিক থেকে দুটি ট্রিপের জন্য এক জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৫৬৭১/০৫৬৭২ গুয়াহাটি-আনন্দবিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি-র পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়সূচি ও স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আজ সোমবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, ট্রেন নম্বর ০৫৬৭১ গুয়াহাটি-আনন্দবিহার টার্মিনাল সাপ্তাহিক স্পেশাল ২৮ আগস্ট এবং ৪ সেপ্টেম্বর (বুধবার) গুয়াহাটি থেকে ১৫.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে (শুক্রবার) ৮.৫০ ঘণ্টায় আনন্দবিহার টার্মিনাল পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ০৫৬৭২ আনন্দবিহার টার্মিনাল-গুয়াহাটি সাপ্তাহিক স্পেশাল ৩০ আগস্ট এবং ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার আনন্দবিহার টার্মিনাল থেকে ২৩.৪৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে রবিবার ১৪.১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে।

এই স্পেশাল ট্রেন উভয় দিক থেকে কামাখ্যা, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন, ভাগলপুর, জামালপুর, গয়া, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং প্রয়াগরাজ জংশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনে যাত্রীদের জন্য একটি এসি-৩ টিয়ার, আটটি স্লিপার ক্লাস ও দশটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।

এই ট্রেন পরিষেবা সম্প্রসারণ করার ফলে সংশ্লিষ্ট রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে হাফলঙে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক ও এসপি-র নেতৃত্বে পুলিশ-আধাসেনার টহল

হাফলং (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস এবং পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমারের নেতৃত্বে হাফলং শহরে পায়ে হেঁটে টহল দিয়েছে পুলিশ ও সিআরপিএফ। শুধু হাফলং শহরেই নয়, আজ সোমবার জেলার বিভিন্ন এলাকা যেমন মাইবাং, উমরাংসো, হারাঙ্গাজাও, লাংটিঙে পুলিশ ও সিআরপিএফ পায়ে হেঁটে পেট্রোলিং করেছে।

ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি জেলায় কোনও সন্দেহজনক লোক বা কোনও ধরনের অপরাধমূলক কাজে কেউ যদি যুক্ত হয়, তা-হলে আইন নিজেদের হাতে তুলে না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কিংবা জেলা প্রশাসনকে অবগত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস এবং পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার।

কমলা সতর্কতা জারি মৌসম ভবনের, নিম্ন দামোদরে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর ডিভিআরআরসি

দুর্গাপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : ঘূর্ণাবর্তের জের ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভুম জেলা জারি হল কমলা সতর্কতা। তবে মঙ্গলবার ওইসব জেলায় থাকবে হলুদ সতর্কতা। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সতর্কবার্তা পেয়ে নিম্ন দামোদরে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপরতা শুরু করল ডিভিআরআরসি।গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের ওপর ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। ওই নিম্নচাপের দরুন রাজ্যের দুই বঙ্গে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান বীরভুম জেলায় সকাল থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর দক্ষিণবঙ্গের এইসব জেলায় সোমবার কমলা সতর্কতা জারি করেছে। এদিন ০৭-২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার মালদা, কলকাতা, দুই ২৪ পরগণা, নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ০৭-১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে রয়েছে হলুদ সতর্কতা। তবে মঙ্গলবার ২৭ আগস্ট পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভুম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ০৭-১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত বাঁকুড়া, দুর্গাপুরে ৩৪ মিলিমিটারের মত বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিকে নিম্ন দামোদরে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর ডিভিআরআরসি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ঝাড়খন্ডেও বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। ডিভিআরআরসি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুর পর্যন্ত পাঞ্চেত জলাধার থেকে ২০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। পাঞ্চেত জলাধারে ৪০৯ ফুট পর্যন্ত জলস্তর রয়েছে। একই সঙ্গে মাইথন জলাধারে ৪৭৬ ফুট জল রয়েছে। অন্যদিকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজে ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। মাইথন ও পাঞ্চেত দুই জলাধারের নিম্নে বেশ কিছু নদী, নালা রয়েছে।

পড়ুয়াদের পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দিল এক্স সার্ভিস ম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোশিয়েশন

দুর্গাপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : ক্ষুদে পড়ুয়াদের হাতে স্কুল ব্যাগ ও পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দিল দুর্গাপুর এক্স সার্ভিস ম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার স্থানীয় বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক স্বর্গীয় তাপস কুমার সেনগুপ্ত এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুর্গাপুর জেমুয়া ভাদুবলা বিদ্যাপীঠ এর প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সেখানে ওই সংস্থার তরফে সমাজের ৫০ দুঃস্থ ও অসহায় পড়ুয়ার হাতে স্কুল ব্যাগ ও পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেন সংস্থার প্রতিনিধিগণ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়নুল হক এর হাতে স্মারক প্রদান করেন সংস্থা র সভাপতি অনুপম তেওয়ারি ও সম্পাদক সুজিত জগতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ সভাপতি অনিরুদ্ধ সিনহা।

জন্মাষ্টমীতে তমলুকে বর্গভিমা মন্দিরে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা

তমলুক, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : জন্মাষ্টমীতে তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা, উপচে পড়া মানুষের ঢল। সোমবার ভগবান কৃষ্ণের জন্ম তিথি। সর্বত্রই শ্রদ্ধার সাথে পালিত হচ্ছে। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে জন্মাষ্টমী পালনের পাশাপাশি কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে গত ১৯ বছর ধরে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এবছরেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। বুধবার বিকেলে প্রতিযোগী ও ভক্তদের ভীড় ছিলো দেখার মতো। প্রায় ৮০ জন প্রতিযোগী এই কৃষ্ণ সাজে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শুধু তমলুক নয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া পাঁশকুড়া সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এই কৃষ্ণ সাজার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রথম কুড়িজন কৃষ্ণদের হাতে সোনা ও রুপোর বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাকি প্রতিযোগীদের সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

আর জি কর কান্ডে দোষিদের শাস্তি না হলে আমি ইস্তফা দেবো : কৃষ্ণ কল্যাণী

উত্তর দিনাজপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর কান্ডে দোষিদের শাস্তি না হলে পদত্যাগের হুঁশিয়ারি দিলেন রায়গঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী লেখেন, "আরজিকর কান্ডে দোষিদের শাস্তি না হলে সবার আগে দায়িত্ব নিয়ে বললাম আমি ইস্তফা দেবো।" তাঁর দাবি, "মুখ্যমন্ত্রীই আগে সিবিআইকে তদন্তভার দিতে চেয়েছিলেন। সেইমত সিবিআই তদন্ত চলছে। আশা করি ন্যায় ব্যবস্থা ভুল পথে যাবে না। দোষীদের শাস্তি হবেই।" সিবিআই তদন্ত শুরু হলেও তিলোত্তমার বিচার চেয়ে রাস্তায় এখনও আন্দোলনে সামিল সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক থেকে আম জনতা। সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলে সরব হচ্ছেন তৃণমূলের একাধিক রাজ্যস্তরের নেতানেত্রীরা। কিন্তু সেক্ষেত্রে নিজের সিবিআইএর তদন্তের প্রতি ভরসা রাখার পোস্ট করলেন কৃষ্ণ কল্যাণী।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত অসমের দুই বিজেপি নেতা রামেশ্বর তেলি এবং মিশনরঞ্জন দাস

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন অসমের দুই বিজেপি নেতা রামেশ্বর তেলি (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) এবং মিশনরঞ্জন দাস (অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ তথা উত্তর করিমগঞ্জের চারবারের বিধায়ক)।নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পন্ন হয়েছে। কারণ বিরোধীরা কোনও প্রার্থী না দেওয়ায় শাসকদল বিজেপি মনোনীত দুই প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। অসম থেকে বিজেপির দুই নেতা রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার পর উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, দুই শরিক দল যথাক্রমে অগপ সভাপতি অতুল বরা, ইউপিপিএল-সুপ্রিমো প্রমোদ বড়ো প্রমুখ বহুজন।এদিকে নির্বাচনী কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে রামেশ্বর তেলি এবং মিশনরঞ্জন দাস বিজয়ী বলে স্বীকৃতি দিয়ে উভয়ের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন। অসম থেকে দুই বিজেপি প্রার্থী বিজয়ী হওয়ায় উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় দলের অবস্থান মজবুত হয়েছে হলে দাবি করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত গত ২১ আগস্ট ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, দুই শরিক দল যথাক্রমে অগপ সভাপতি অতুল বরা, ইউপিপিএল নেতা তথা রাজ্যের পরষদীয় মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্মদের সঙ্গে নিয়ে মিশন রঞ্জন দাস এবং রামেশ্বর তেলি রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন।অসম থেকে বিজেপির দুই নেতা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার পর উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তায় লিখেছেন, 'তাঁদের প্রার্থীকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের জন্য আমাদের বিধায়ক এবং এনডিএভুক্তদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আত্মবিশ্বাসী, উভয় প্রবীণ নেতাই উচ্চকক্ষে নতুন শক্তির সাথে চা জনগোষ্ঠী এবং বরাক উপত্যকার আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করবেন।'

প্রবল বৃষ্টি, জলমগ্ন আমেদাবাদ-সহ গুজরাটের একাধিক এলাকা

আমেদাবাদ, ২৬ আগস্ট (হি.স.): বানভাসী বৃষ্টিতে জলমগ্ন গুজরাটের একাধিক এলাকা। নাগাড়ে বৃষ্টিতে জল থইথই অবস্থা আমেদাবাদেও। বিশেষ করে জল জমেছে আমেদাবাদের ঘাটলরিয়া এলাকায়।

জানা যাচ্ছে, জলমগ্ন হয়েছে একাধিক রাস্তা। ফলে জল জমার জেরে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। নাকাল হতে হচ্ছে পথচলতি মানুষদেরও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু নীচু এলাকার বাড়িতেও জল ঢুকেছে। ফলে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ। তবে জল সরিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন, জানা গেছে এমনটাই।

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৪৪ জনের প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন ২০২৪-এর জন্য বিজেপি তাদের প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে। তিন দফায় জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন হবে। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সোমবার ৪৪ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। এই তালিকায় প্রথম ধাপে ১৫ জন, দ্বিতীয় ধাপে ১০ জন এবং তৃতীয় ধাপের ১৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত ৯০টি আসনে তিন দফায় ভোট হবে, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত ৪ অক্টোবর।

সোমেও সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনা, সাগরে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবীদের

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল। এর প্রভাবে সমুদ্রও উত্তাল রয়েছে। সমুদ্রের উপর হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০-৫৫ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। সেই জন্য সোমবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে।

উল্লেখ্য, ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় এদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ বাংলাদেশ এবং আশপাশের এলাকার উপর তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল।

নাবালিকা ছাত্রীর গায়ে হাত, আটক এক যুবক

বাঁকুড়া, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান থেকে সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় এক নাবালিকার গায়ে হাত দেওয়া ও তাকে কটুক্তি করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে জয়পুর থানার পুলিশ। ঘটনার মাত্র ৮ঘন্টার মধ্যেই পুলিশি তৎপরতায় দোষী ধরা পড়ে। রবিবার বিকেলে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার নাম চাড়া গ্রামের কাছে রাজ্য সড়ক-২ এই ঘটনা ঘটে।জয়পুর থানার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে এক অনুষ্ঠান শেষে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকাকে ধাওয়া করে যুবকটি। মোটর সাইকেলে করে যুবকটি পিছন থেকে এসে তার গায়ে হাত দেয়। নাবালিকাটি চিৎকার করতেই যুবকটি পালিয়ে যায়।জয়পুর থানায় ঘটনাটি জানানো হলে পুলিশ তদন্তে নামে। যুবকটি অপরিচিত হওয়ায়এবং কোন রকম প্রমান না পাওয়ায় পুলিশ নাবালিকাটির বয়ানে ভিত্তিতে তদন্তে নামে।স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শান্ত নন্দী (২৫) নামে অভিযুক্ত যুবকটিকে চিহ্নিত করে আটক করে পুলিশ। পস্কো আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সোমবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়।আর জি কর কান্ডের পর মহিলা সুরক্ষা নিয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চলছে। তারই মধ্যে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।তবে জয়পুর থানার পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে তদন্তে নেমে দোষীকে চিহ্নিত করে আদালতে পেশ করায় খুশী স্থানীয় বাসিন্দারা।

শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে পালিত হল শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী

শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে পালিত হল ভগবান কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। সোমবার ভোর সাড়ে ৪টায় মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় পূজা। এখানে সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের আসা-যাওয়া চলছে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তিন দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির। একই সঙ্গে মন্দির চত্বরটিও সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ইসকন মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক নমো কৃষ্ণ দাস জানান, সকাল থেকেই ভক্তরা মন্দিরে আসছেন। সন্ধ্যা আরতির সময় বিশ্বশান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে রাত দশটায় বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে প্রভুকে জল, ফলের রস, ঘি ও মধু দিয়ে অভিষেক করা হবে। এছাড়া চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে পাঁচটি নতুন জেলা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাঁসকর, দ্রাস, শাম, নুব্রা এবং চাংথাং নামে নতুন জেলাগুলি হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমৃদ্ধ ও বিকশিত লাদাখ গড়ার সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই পাঁচটি জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, এই নতুন জেলা গঠনের ফলে এখানে সুশাসন আরও মজবুত হবে। মোদী সরকার লাদাখের মানুষের জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রবল বৃষ্টির জেরে সোমবারও বন্ধ বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক

দেরাদুন, ২৬ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির জেরে সোমবারও বন্ধ বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক। বিগত কয়েকদিন ধরে নন্দপ্রয়াগের কাছে বন্ধ রয়েছে এই রাস্তা। যার জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। পাহাড়ে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। দ্রুত রাস্তা পরিস্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে তৎপর প্রশাসন।

বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণে, উত্তরেও কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ বাংলাদেশ এবং আশপাশের এলাকার উপর তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার জেরেই বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সমুদ্রসৈকতে বালু-ভাস্কর্য সুদর্শন পট্টনায়কের

পুরী, ২৬ আগস্ট (হি.স.): সোমবার গোটা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জন্মাষ্টমী। এই বিশেষ তিথি উপলক্ষে পুরীর সমুদ্রসৈকতে বালু-ভাস্কর্য গড়লেন বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক।

সমুদ্রসৈকতে তিনি এদিন এক সুন্দর কৃষ্ণের মূর্তি গড়েছেন।

চিতার হামলায় জখম এক মহিলা চা শ্রমিক

ডুয়ার্স, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন এক মহিলা চা শ্রমিক। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গিয়েছে বুধবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশানে কাঁচা চা পাতা তোলার কাজ করার সময় সাকো খারিয়া নামের ওই শ্রমিকের উপর একটি চিতাবাঘ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। থাবার আঘাতে তার মাথায় ও মুখে মারাত্মক জখম লাগে। চিতাবাঘটিকে আক্রমণ করতে দেখে অন্যান্য শ্রমিকরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দিলে চিতাবাঘটি ভয় পেয়ে ফের চা বাগানে লুকিয়ে পড়ে। আহত সাকো খারিয়া''কে অন্যান্য শ্রমিকেরাই উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে হাসপাতালে চলে আসে বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া স্কোয়ার্ডের রেঞ্জার সজল কুমার দে। আঘাত গুরুতর থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুপুর একটা নাগাদ আহত শ্রমিক''কে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়।বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিতাবাঘের হামলায় ঘটনায় চা বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে আহত শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যাবস্থা বনদফতরের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে।

সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার দুই দুষ্কৃতী

হুগলি, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : চন্ডীতলার সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার কিনারা হল। তদন্তে নেমে মধ্য প্রদেশ এবং ওড়িশার দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সম্প্রতি ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল দুই দুষ্কৃতী ! চন্ডীতলার বরতাজপুরের একটি সোনার দোকানে এই ঘটনার সিসিটিভির ফুটেজে গহনা হাতানোর দৃশ্য ধরা পড়ে। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত দুইজনকে নিউটাউন এলাকা থেকে গ্রেফতার করে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ।বুধবার হুগলি গ্রামীন পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন চন্ডীতলা থানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, গত ২৯ জুন অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু হয়। চন্ডীতলা থানার ওসি জয়ন্ত পাল খুব ভালো ভাবেই তদন্ত করেছেন। তার নেতৃত্বে একটি টিম মঙ্গলবার নিউটাউন এলাকা থেকে দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম তালিব হোসেন যিনি মধ্যপ্রদেশের সেন্ধুয়ার বাসিন্দা এবং মেহদি হোসেন ওড়িশার ধোবিপাড়া নোয়াপাড়ার বাসিন্দা। অভিযুক্তরা অপরাধ সংগঠিত করতে যে বাইকটি ব্যবহার করেছিল সেই বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।বরতাজপুর সোনার দোকানে এই ঘটনার পর দিন দুয়েক আগে চন্ডীতলা থানার উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের নিয়ে সমন্বয় বৈঠক করা হয়। পুলিশ সুপার তা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, অপরাধ হওয়ার আগে সেটা ঠেকাতে পারাটাই বড় কাজ। প্রতিনিয়ত সেই চেষ্টাই করতে হবে।

জমিয়েতের

● প্রথম পাতার পর

নিন্দা জানানো হয়েছে। যেখানে সারা ত্রিপুরার মানুষ এবং সরকারও বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, সেখানে এই ধরনের ঘটনা মানবতা বিরোধী। ধর্মবর্ণ দলমত নির্বিশেষে সকলের নিকট শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে জমিয়ত উলেমা হিন্দ। সরকার ও প্রশাসনের নিকট দাবি জানানো হয়েছে, উভয় ঘটনার দুষ্কৃতিকারীদেরকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া ব্যবস্থা যেন করা হোক। ক্ষতিগ্রস্তদের তদন্তক্রমে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

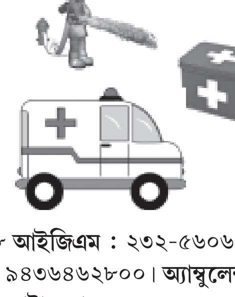

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ

● প্রথম পাতার পর

শান্তিপাড়ার ঐকতান যুব সংস্থা ৫১,০০০ টাকা, লিটল স্টার মিউজিক্যাল ব্যান্ড ৫,০০০ টাকা এবং ট্রান্সসেন্ট ডেন্টাল ল্যাবরেটরি ১,০০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে।

বিধায়ক সুশান্ত দেব, প্রত্যাশা সামাজিক সংস্থা এবং আগরতলা প্রসূতি ও গাইনোকোলজিকাল সোসাইটি বন্যায় বিপন্ন মানুষের জন্য সহায়তার হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

এছাড়াও প্রত্যয় সামাজিক সংস্থা - ৫,০০০ টাকা, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন - ৫০,০০০ টাকা, ছন্দ্র সিনেমা প্রাইভেট লিমিটেড-রুপসী সিনেমা- ২,০০,০০০ টাকা, হোটেল সোনার তরী- ৩,০০,০০০ টাকা, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী -১০,০০০ টাকা, রামকৃষ্ণ ক্লাব -১০,০০০ টাকা এবং ত্রিপুরা যাদব মহাসভা- ৫১০০০ টাকা বন্যা দুর্গতদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সকল দাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারকে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন মধ্যপ্রদেশ সরকার রাজ্য সরকারকে ২০ কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই বার্তা দিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, দেশে ভারী বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে আক্রান্ত মধ্যপ্রদেশ সহ অনেক রাজ্য। গত কয়েকদিন ধরে ত্রিপুরা ও কেরালায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে। তাতে ব্যাপক অর্থহানি অত্যন্ত দুঃখজনক।

এদিন তিনি আরও বলেন, শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর শুভ তিথিতে, ভয়াবহ দুর্যোগে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে ত্রাণ প্রদানের জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারের ২০ কোটি টাকার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি, তিনি কেরল সরকারকে ২০ কোটি টাকা প্রদান করেছেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার এই সঙ্কটের সময়ে দুই রাজ্যের পাশে,দুর্যোগে দুর্গতদের প্রতি তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন।

এদিকে, মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই আর্থিক সহায়তার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারকে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ সরকার রাজ্য সরকারকে ১০ কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এক বিজ্ঞপ্তী জারী করে এই বার্তা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, গত ১৯ আগস্ট থেকে ভারী বর্ষণের কারণে গোমতী ও অন্যান্য নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাজ্যের আটটি জেলার মধ্যে ছয়টি - দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতি, সিপাহিজলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, খোয়াই এবং ঊনকোটি জেলা সংকট দেখা দিয়েছে। রাজ্যে ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এই কঠিন সময়ে উত্তরপ্রদেশের জনগণ ও সরকার ত্রিপুরার জনগণ ও সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই ত্রিপুরা সরকারকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রচেষ্টার ১০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এদিকে, নিজ সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিরসনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও উত্তরপ্রদেশ সরকারকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে বলেন, সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা খুব দ্রুত এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াবো।

বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

বিপ্লব কুমার দেব। অমরপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের পর এদিন বিলোনিয়া বিধানসভা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গুলি পরিদর্শন করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বিলোনিয়ায় বিভিন্ন শরণার্থী শিবির গুলি ঘুরে দেখে সেখানে উপস্থিত বন্যাকবলিত এলাকার সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। পাশাপাশি যারা ভূমিধসে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন তাদের সঙ্গেও দেখা করে তাদের খোঁজখবর নিয়েছেন সাংসদ।পরিদর্শন শেষে সংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরায় এই ভয়াবহ বন্যার ফলে বিভিন্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু মানুষ আহত হয়েছেন। ঘরবাড়ি হারিয়ে তারা শরণার্থী শিবিরে আছেন। তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের যাবতীয় খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বন্যার ফলে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের সরকারি সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিভিন্নভাবে তাদেরও সহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে জানান তিনি।

দুই কোটি

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন জায়গায় বন্যা দুর্গত মানুষ ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও ত্রাণ কার্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।এর পাশাপাশি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা নিজের বেতন থেকে এক মাসের বেতনও ত্রাণ কাজে দান করেছেন। দুর্গত মানুষের সহায়তার জন্য মানবিক মুখ নিয়ে এগিয়ে আসছেন সমাজের বিভিন্ন পেশার সুশীল নাগরিকগণও।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রসাশনের তরফ থেকে ২৬ আগস্ট রাত ১টা থেকে ২৮ আগস্ট রাত ১টা পর্যন্ত জিরানিয়া মহকুমায় বিএনএসএস ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। অন্যদিকে, কালী মূর্তি ভাঙা এবং পরবর্তী সামগ্রিক ঘটনার সঠিক তদন্ত করা হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থদের প্রশাসনের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। আজ রানীরবাজার দুর্গানগর কৈতরাবাড়ি এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন পশ্চিম জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার।এদিন তিনি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে গিয়েছেন। পাশাপাশি, এলাকার মানুষদের সাথে কথাবার্তা বলেন।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, গতকাল রাতে ঘটে যাওয়া রানীরবাজারের ঘটনা অত্যন্ত দুখজনক। শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফ থেকে কালী মূর্তি ভাঙা এবং পরবর্তী সামগ্রিক ঘটনার সঠিক তদন্ত করা হবে। ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এদিন তিনি আরও বলেন, ওই ঘটনার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এলাকাবাসীদের নিরাপত্তা দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

প্রদেশ কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

সংগঠনের নাম করে এ ধরনের ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিধায়কের কথায়, দুষ্কৃতিকারীদের কোন জাত পাত রং হয় না। তারা, গন্ডাছড়াতেও এ ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় সক্রিয়ভাবে তারা রাজ্যের ভাতৃত্বকে নষ্ট করার চেষ্টা চালায়। তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। পাশাপাশি এই ঘটনা যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

স্পষ্টিকরণ

● প্রথম পাতার পর

হয়। প্রোটোকল অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত ও সময়মত বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট যৌথ নদী কমিশনের কর্মকর্তাদেরকে জানানো হয়। এবারও সেটাই করা হয়েছে।

আমরা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করার জন্য ভুয়া ভিডিও, গুজব ও ভয়ভীতির প্রদর্শন দেখেছি। এটা দৃঢ়ভাবে প্রকৃত তথ্য দিয়ে প্রতিহত করা উচিত।

বিদ্যুতের দাবিতে পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কুমারজোলে উত্তেজনা

মিনাখাঁ, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : বিদ্যুতের দাবিতে মিনাখাঁ থানার কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের গড় আবাদ এলাকায় তীব্র বিক্ষোভ হয়। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে শতাধিক মানুষ বৃহস্পতিবার দুপুরে ফেস্টুন নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য আলাউদ্দিন ঘরামীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।প্রায় সতেরো দিন আগে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা সাধারণ বৈদ্যুতিক তার কেটে কেবল তার লাগানোর কাজ শুরু করেছিল। তবে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আলাউদ্দিন ঘরামী এবং তাঁর সমর্থকরা কেবল তার লাগানোর কাজে বাধা দেন। সেই থেকে গড় আবাদ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধার করতে হবে। ওমর ফারুক মোল্লা এবং আজমিরা বিবি সহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, 'আমাদের এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যুতের কেবল তার টানাতে দিচ্ছেন না। ফলে আমাদের গত সতেরো দিন ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।'পঞ্চায়েত সদস্য আলাউদ্দিন ঘরামী বলেন, 'ওরা জোর করে আমাদের জায়গার উপর থেকে বিদ্যুতের তার টানাতে চাইছে, তাই আমি বাধা দিয়েছি। আমি বলেছি আগে যেখান থেকে তার ছিল সেখান থেকেই তার নিয়ে যাওয়া হোক।' জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই বিডিও, বিদ্যুৎ দফতর এবং থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু কোনও সমাধান মেলেনি। বিদ্যুতের জন্য তীব্র গরমে মোমবাতি জ্বালিয়ে কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা।

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ পুরসভার বুলডোজার নিয়ে অভিযান

বালুরঘাট, ২৬ আগস্ট (হি. স.) ::-মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই বালুরঘাট শহরকে দখলমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা প্রশাসন। ৩ জুলাই থেকে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানানো হয় এবং এক সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। ১১ জুলাই থেকে পুরসভা বুলডোজার নিয়ে রাস্তায় নামে এবং বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয়। ইতিমধ্যেই ফুটপাথ দখলমুক্ত হয়েছে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা।বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় এলাকায় অনেক দোকান সরিয়ে নেওয়া হলেও এখনও বহু দোকান সরানো হয়নি। রাস্তা দখলমুক্ত করতে এদিন দুপুর থেকে বালুরঘাট হিলি মোড় এলাকায় বুলডোজার নিয়ে অভিযানে নামে পুরসভা।অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, সদর মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার বর্মন সহ অন্যান্য পুরকর্মী ও পুলিশ।

এই উদ্যোগের ফলে শহরের প্রধান রাস্তা ও ফুটপাথ দখলমুক্ত হওয়ায় যান চলাচল আরও স্বচ্ছন্দ হবে এবং নাগরিকদের চলাচল সহজ হবে। এটি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরেই ফুটপাথ দখলমুক্ত করার অভিযান চালানো হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুর। এই অভিযানের ফলে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণের সুবিধা হয়েছে।

বস্তাবন্দী সদ্যোজাত কন্যার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য বর্ধমানে

বর্ধমান, ২৬ আগস্ট (হি. স.) ::বস্তাবন্দী সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বৃহস্পতিবার বর্ধমান শহরে। বর্ধমান শহরের ছোটনীলপুর কবরস্থান থেকে এক সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের মৃতদেহ দেখতে পান এক কাগজ কুড়ানি। তিনি ওই কবরস্থান এলাকায় বাতিল কাগজ ও জিনিসপত্র কুড়াচ্ছিলেন। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হয়।স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশ এসে সদ্যজাত কন্যার বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। কে বা কারা এই নির্মম কাজটি করেছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ।এমন অমানবিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরের মানুষজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন।বর্ধমান থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং এই ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। অপরাধীদের চিহ্নিত করতে আমরা সমস্ত সম্ভাব্য সূত্র খতিয়ে দেখছি।'এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে এবং শীঘ্রই দোষীদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। শহরের মানুষের আশা, এই নির্মম ঘটনার পেছনের দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত হবে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না।

বন্যা কবলিত এলাকাবাসীর কথা মাথায় রেখে বড় বাজারের পূজো থেকে বিরত থাকছে মহামায়া ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ আগস্ট: সাড়ম্বরে শারদীয় দুর্গাপূজা হচ্ছে না বিলোনিয়া দক্ষিণ মির্জাপুরের মহামায়া ক্লাবে। সম্পুর্ন রীতি নীতি নিয়ম রক্ষার্থে ছোট্ট আকারে দুর্গাপূজা করবে মহামায়া ক্লাব। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান মহামায়া ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে ক্লাবের তরফে। সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় বিলোনিয়া মহামায়া কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বড় বাজেটের দূর্গা পূজা না করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। ক্লাবের সদস্যদের চাঁদা দিয়ে হবে নিয়ম রক্ষার্থে দূর্গা পূজা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক থেকে শুরু করে মাছ চাষী পশু পালক সহ অন্যান্য ছোট ছোট ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে গেছে। এছাড়াও অনেক মানুষের মাথা গোঁজার বাসস্থান ও ভূপাতিত হয়ে গেছে।

ফলে আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাস আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে মানুষের উপর। দুর্গাপূজার কারণে বাড়তি আর্থিক বোঝার চাপ না পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মহামায়া বড় বাজেটের দূর্গা পূজা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি মানুষের এই দুর্যোগের সময় যেন বাড়তি চাঁদার চাপ না পড়ে তার জন্য আহ্বান রাখেন মহামায়া ক্লাবের সম্পাদক রাজু নাথ। সম্পাদক ছাড়াও ছিলেন ক্লাব সভাপতি বাবুল দেবনাথ সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।

রূপনারায়ণ নদীতে তলিয়ে যাওয়া ট্রলার এখনও উদ্ধার হয়নি

নন্দকুমার, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : প্রায় পাঁচ দিন কেটে গেলেও এখনও সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা গেল না রূপনারায়ণে তলিয়ে যাওয়া ট্রলার। যদিও দিন দুয়েকের প্রচেষ্টায় ক্রেনের সাহায্যে ওই ট্রলারটিকে খানিকটা পাড়ের দিকে টেনে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এদিনও। প্রসঙ্গত, গত বুধবার সকালে পূর্ণিমার ভরা কোটালে প্রচন্ড জলের তোড়ে তলিয়ে যায় একটি পন্যবাহী ট্রলার। প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের পাথর বোঝাই নৌকাটি তলিয়ে যাওয়ার সময় কর্মরত ৯ জন শ্রমিকের প্রাণের সংশয় তৈরি হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার অন্তর্গত বেতালবসান এলাকার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। রূপনারায়ণের পাড়ে নোঙ্গর করা অবস্থায় ছিল ওই ট্রলারটি। এলাকার প্রায় ৯ জন শ্রমিকের ঘন্টা চারেকের প্রচেষ্টায় ওই ট্রলারেই পাচামি থেকে আসা প্রায় ৭০ টন ওজনের চিপস বোঝাই করছিল। আর তখনই আচমকা রূপনারায়নের বক্ষে জোয়ারের টানে জলোচ্ছ্বাস উপচে পড়ে। প্রচন্ড জলের স্রোত সামাল দিতে না পেরে নদীর পাড়ে বাধা মাল বোঝাই ট্রলার সহ পাড়ে থাকা আস্ত একটি গাছ হুড়মুড়িয়ে জলের স্রোতে ভেসে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা পদ্মলোচন পট্টনায়ক বলেন, বিশাল ওই ট্রলারটি এখনো অব্দি সম্পূর্ণভাবে নদীবক্ষ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে তলিয়ে যাওয়া ট্রলার টি উদ্ধারের চেষ্টায় ইতিমধ্যেই নদী বক্ষে বেশ কিছু পরিমাণ বোঝাই করা ইমারতি সামগ্রী ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাকি সামগ্রী টলার থেকে খালি হলেই উদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশা করছি।

প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের অভিযান

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে যদি কোন ব্যাবসায়ী ক্রেতাদের কাছে থেকে বেশী দামে জিনিস বিক্রয় করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশেষ করে চাল, ডাল আলু,পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, সবজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পন্য যাতে বেশী দামে বিক্রয় করা না হয়, ব্যবসায়ীরা যাতে ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয় করেন তার জন্য মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে এইদিনের অভিযানে ছিলেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস, ডিসিএম সঞ্জয় শীল,খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শ্রীমতি সাস্বতী আচার্যী, সহ দপ্তরের আধিকারিক গন।

বাইক

● আটের পাতার পর

পাড়ে নিয়ে আসে।

দ্বিতীয় বাইকটির সন্ধানে জলে নেমে তল্লাশি চালায় এলাকার যুবকরা। এদিকে খবর পেয়ে নদীর পাড়ে ছুটে আসে পুলিশ ও বাইকের মালিক। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত সেরে বাইকটি থানায় নিয়ে যায়।

একাডেমি

● আটের পাতার পর

পরিমান প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা হবে। আজ বিদ্যালয়ের সার্বিক দিক পরিদর্শনে গিয়েছেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান প্রবীর বরন দাস। সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের ক্লাসরুম, অফিস কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বিদ্যালয়টি পঠনপাঠনের যোগ্যকরে তোলা হচ্ছে।

পানাগড় দার্জিলিং মোড়ে ফুটপাথ জবরদখল করে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় নির্মাণ

দুর্গাপুর, ২৬ আগস্ট (হি. স.) :: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকাই সার। রাজ্য সরকার যখন পথচলতি মানুষের সাচ্ছ্যন্দ্যে চলাফেরার জন্য ফুটপাথ ও সরকারি জমি খালি করার কড়া তৎপরতা শুরু করেছে, তখন দলীয় পতাকা লাগিয়ে অবাধে চলছে ফুটপাথ দখল করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় নির্মান কাজ। তাও আবার জনবহুল সড়কের পাশে। নজরদারি শিকেয়। অভিযোগ দলীয় কর্মাধ্যক্ষের মদতেই চলছে বেআইনি ফুটপাথ দখল করে নির্মান। আর তাতেই প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ ও প্রশাসনের নজদারিতে। এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল পানাগড়-মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের পাশে কাঁকসার দার্জিলিং মোড়ে। প্রতিবাদে সরব বিজেপি।

দক্ষিনবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার করিডর বলেই পরিচত পানাগড়-মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের কাঁকসার দার্জিলিং মোড়। ১৯৯৯ সালে সড়কটি নতুন করে সম্প্রসারন ও সংস্কার করা হয়। নাম হয় ১৪ নং রাজ্য সড়ক। ওই সময় ঢেলে সাজানো হয় দার্জিলিং মোড়। রাস্তার ডানদিকে নিকাশি নালা। তার সঙ্গে সৌন্দর্যায়নের জন্য রাস্তার দুদিকে প্রায় দুইশ মিটার লম্বা গার্ডওয়াল দিয়ে বাগিচা করা হয়। এছাড়াও রাস্তার দুই পাশে স্ট্রিট লাইট বসানো হয়। সড়কটির উদ্বোধন করেন তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৎকালিন পুর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। রাস্তার পাশে ওই বাগিচার মধ্যে লাগানো হয়েছিল সড়ক উন্মোচনের একটি ফলক। যদিও বর্তমানে সেসব ভেঙে পড়েছে। ভেঙে দেওয়া হয়েছে জরাজীর্ন অবস্থা ফুলের ওই বাগিচা। ভেঙে পড়েছে স্ট্রিট লাইট। এমনকি সড়কের পাশের পুকুর সুকৌশলে চলছে ভরাট কাজ। সেখানে আবার গড়ে উঠেছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আবার উল্টোদিকের একটি পুকুর চা দোকানের বর্জ্য ভাড় ফেলে চলছে ভরাট। আবার রাস্তা লাগোয়া চলছে জবরদখল করে ঝুপড়ি নির্মান। গত কয়েক মাস ধরে বাঁশের খুটি পুঁতে লাগানো হয়েছিল প্ল্যাস্টিকের ত্রিপল। মঙ্গলবার বিকাল থেকে আবার ওইসব ঝুপড়ি ইট, সিমেন্টের দেওয়াল তুলে চলছে নির্মান কাজ। যদিও মেঝেটা অনেক আগেই কংক্রিট করা ছিল। এখন আবার পাকা দেওয়াল তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ইমারতি দ্রব্য ইট, বালির স্তুপে লাগানো হয়েছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির পতাকা।

জানা গেছে, ওই জায়গায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের গাড়ি চালক ও হকার সংগঠনের কার্যালয় তৈরী করা হচ্ছিল। কয়েকদিন আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি জমিতে জবরদখল ও ফুটপাথ দখল উচ্ছেদের কড়া নির্দেশিকা দিয়েছেন। ওই নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তাঁর দলের কর্মীরা সরকারি জমি দখল করে পার্টি অফিস নির্মান করছে। আর তাতেই প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন,' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন জবরদখল উচ্ছেদের নামে দ্বিচারিতা করছেন। তার সংগঠনের দলীয় কার্যালয় তৈরী হচ্ছে সরকারি জমি ফুটপাথ দখল করে। তৃণমূলের দাপুটে এক কর্মাধ্যক্ষের মদতে এধরনের পুকুর ভরাট, ফুটপাথ দখল করে চলছে নির্মান। আর তাই এর মানে কেবল মাত্র, একটি সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য ও তাদের তোষন করার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। আমরা এধরনের ঘৃণ্য রাজনীতির তিব্র বিরোধিতা করছি।' প্রসঙ্গত, দার্জিলিং মোড় লাগোয়া বন বিভাগের অফিসের পাশে রয়েছে খাঁকি পুকুর। গত কয়েকবছর ধরে পুকুটি সুকৌশলে ভরাট করে গোটা ৩০ ঝুপড়ি দোকান নির্মান হয়েছে। একসময় রাস্তার দিকে দোকান করে, পিছন দিকে সুকৌশলে চলছে ভরাট কাজ। এছাড়াও পানাগড়- মোরগ্রাম পানাগড় ব্লক হাসপাতাল মোড়ে রাস্তার দুপাশে জবর দখল করে দোকান নির্মান চলছে নির্বিচারে। আর এসব দোকান নির্মানের ফলে সংকির্ন হয়ে পড়ছে সড়ক। তারওপর সড়কের একাংশ গেছে টোটো চালকদের দখলে। তাতেই পথচলা দায় হয়েছে পথচারী ও স্কুল পড়ুয়াদের। দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে। তবুও হুঁশ ফেরেনি স্থানীয় ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের। যদিও, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত বলেন,' বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। এধরনের নির্মানে দলের কোন অনুমতি নেই। বিষয়টি প্রশাসন দেখবে।'

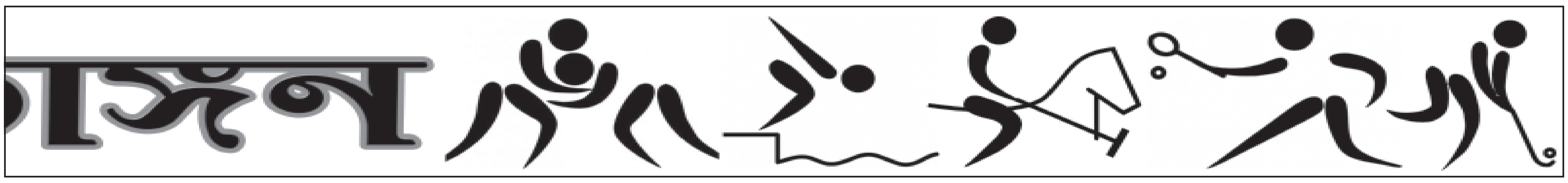

ত্রিপুরার ফুটবল ইতিহাসে বেনজির সম্মান টানা ৪ বার শীল্ড জয় এগিয়ে চলো সংঘের

এগিয়ে চলো সঙ্ঘ-৩ রামকৃষ্ণ ক্লাব-২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটে উত্তেজনার বারুদে ঠাসা ফাইনালে ম্যাচে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ ৩-২ গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করে ফের শিল্ড হাতে তুললেন বুদ্ধ দেববর্মা-রা। এনিয়ে টানা ৪ বার শীল্ড জয় করলো মেলারমাঠের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। ত্রিপুরার ফুটবল ইতিহাসে বেনজির সম্মান পেয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। প্রথম কোনও ক্লাব টানা ৪ বার রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীল্ড ঘরে তুলতে পেরেছে। ২০২৩-এ শীল্ড বিজয়ের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকের রেকর্ড নিজেরাই ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ফাইনালে গোলের সূচনায় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি এগিয়ে চলো সঙ্ঘকে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-১ গোলে এগিয়েছিল।

এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে সত্যম, শ্যাম ও সুরজ গোল তিনটি করেন। রামকৃষ্ণের পক্ষে সৌম্যজিৎ সিং ও পহর কুমার জমাতিয়া একটি করে গোল করে। বিরতির পর কিছুটা পরিকল্পিত ফুটবল খেলতে থাকে রামকৃষ্ণের ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধে রামকৃষ্ণের পক্ষে পহর কুমারের গোলে ব্যবধান কমলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাৎ করে এগিয়ে চলো সংঘ।

খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি ফুটবলারকে হলুদ এবং লাল কার্ডও দেখাতে হয়। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। চ্যাম্পিয়ন দল এগিয়ে চলো সংঘকে সুদৃশ্য ট্রফি এবং প্রাইজ মানি ৬০ হাজার টাকা, রানার্স রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ট্রফি সহ ৪০ হাজার টাকা প্রাইজমানি দেওয়া হয়। ফেয়ার প্লে ট্রফি লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার পেয়েছে। সর্বাধিক গোলদাতার সৌম্যজিৎ সিং সহ ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট হয়েছেন প্রীতম হোসেন।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ক্রীড়া দপ্তর ও আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রীতি ফুটবল

আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজনে আগামী ২৯ আগস্ট একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ফুটবল টিম, আগরতলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টিমের সঙ্গে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ২৯ আগস্ট, বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস কমিটি আজ, সোমবার দুপুরে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের ফুটবল টিম প্রাথমিকভাবে গঠন করা হয়েছে। এর পরও প্রেসক্লাবের কোনও সদস্য-খেলোয়াড় এতে অংশ নিতে আগ্রহী হলে অবশ্যই স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রেসক্লাবের ফুটবল টিম: সন্তোষ গোপ (অধিনায়ক), মেঘধন দেব (সহ অধিনায়ক), অনির্বাণ দেব, প্রসেনজিৎ সাহা, সুব্রত দেবনাথ, সুমিত সিংহ, মিল্টন ধর, অনিমেষ শর্মা, অভিষেক দেববর্মা, অরিন্দম চক্রবর্তী, জাকির হোসেন, সুমন সাহা (গোলরক্ষক), অলক চৌধুরী, শান্তনু বণিক। কোচ - সুপ্রভাত দেবনাথ, ম্যানেজার-সিশান চক্রবর্তী। স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

বার পুজো দিয়ে প্রস্তুতি শুরু করলো ফরওয়ার্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাখাল শীল্ড নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের লড়াই শেষ হতেই, এবার শুরু হতে চলেছে চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে চলছে এখন অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে জোরদার প্রস্তুতি। যদিও লীগে অংশ নিতে যাওয়া দলগুলির মধ্যে অধিকাংশ দলই অংশ নেয় নক আউট টুর্নামেন্টে। একমাত্র যেন এবছর ব্যতিক্রম ছিল রাজ্য ফুটবলের ময়দানের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ফরওয়ার্ড। ফুটবলারদের অনুপস্থিতির কারণে এবছর নক আউটে অংশ নিতে পারেনি ফরওয়ার্ড ক্লাব। তাই সরাসরি ফরওয়ার্ড অংশ নেবে লীগ আসরে।

গুরুত্বপূর্ণ এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে বার পূজা দিয়েই শুরু করল ফরওয়ার্ড তাদের অনুশীলন। সোমবার আগরতলার নেতাজি স্কুল মাঠে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই অনুষ্ঠিত হলো বার পূজা। এবছর মনিপুরের এক ঝাঁক ফুটবলারকে নিয়েই দল গঠন করেছে ফরওয়ার্ড। দলে মনিপুরের ফুটবলার রয়েছেন ১৪ জন। এছাড়া মিজোরামের একজন এবং স্থানীয় ফুটবলার রয়েছেন ৭ জন। মণিপুরের প্রশিক্ষক সুনীল কুমারের তত্ত্বাবধানেই ফুটবলাররা ময়দানে নামবেন।

সহকারি প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার প্রণব সরকার। ট্রফি দখলের পাশাপাশি ফুটবলারদের ভালো খেলা উপহার দেয়ার প্রত্যাশা নিয়েই এ বছর ময়দানে নামবে ফরওয়ার্ড ক্লাব। এমনটাই জানালেন ক্লাবের সম্পাদক পার্থসারথি গুপ্ত।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট টেবিল: বাংলাদেশ উঠে এলো ছয় নম্বরে, শীর্ষস্থানে ভারত

দুবাই, ২৬ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পর বাংলাদেশ এখন আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে তিন ধাপ এগিয়ে ছয়ে উঠে এল। শ্রীলঙ্কার সমান ২৪ পয়েন্ট থাকলেও হেড টু হেডে টেবিলের ছয় নম্বরে টাইগাররা। ৯ ম্যাচে ৬ জয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ভারত। এরপরের তিনটি স্লট যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের দখলে। সাতে সাউথ আফ্রিকা, আটে পাকিস্তান আর তালিকার নীচের দিকে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

মেজর লিগ সকার: মরসুম শেষের আগেই মাঠে ফিরবেন মেসি, ইঙ্গিত কোচের

নিউ ইয়র্ক, ২৬ আগস্ট (হি.স.): আর্জেন্টাইন তারকা মেসি কোপা আমেরিকা ফাইনালের পরেই রয়েছেন মাঠের বাইরে। তার মাঠে ফেরার অপেক্ষায় ভক্তরা উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। তবে নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ না থাকলেও ইন্টার মায়ামি কোচ তাতা মার্টিনোর আশা খুব শীঘ্রই তিনি মাঠে ফিরবেন এবং মরসুম শেষের আগেই। মেসির প্রসঙ্গে মার্টিনো বলেন, "সে দলের সঙ্গে অনুশীলনে না থাকলেও মাঠে আছে এবং ট্রেইনারদের সঙ্গে কাজ করছে। তার অবস্থার উন্নতির দিকে। কবে নাগাদ সে মাঠে ফিরবে, সেই বিষয়ে আমরা এখনই অনুমান করে কিছু বলছি না। অনুশীলনে ফেরার পর মাঠে সে কেমন অনুভব করছে সেটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তবে মেসি শীঘ্রই মাঠে ফিরবেন।"

ইংলিশ ফুটবল: দিয়াস-সালাহর গোলে লিভারপুলের সহজ জয়

লিভারপুল, ২৬ আগস্ট (হি.স.): অ্যানফিল্ডে রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ব্রেন্টফোর্ড এর বিরুদ্ধে ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতল লিভারপুল। ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে লিভারপুলকে লুইস দিয়াস এগিয়ে দেওয়ার পর ৭০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মোহামেদ সালাহ। ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে তার গোল হলো ৬টি। গত সপ্তাহে ইপসউইচ টাউনের বিপক্ষেও দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন মিশরের এই ফরোয়ার্ড। এদিনের ম্যাচে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে ব্রেন্টফোর্ডকে সহজে হারিয়ে লিগে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল আর্না স্লটের দল।

স্প্যানিশ ফুটবল: অভিষেকে উজ্জল এন্ড্রিক, জয় পেল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২৬ আগস্ট (হি.স.): প্রথমার্ধে রিয়াল মাদ্রিদ ছিল নিষ্প্রভ। আক্রমণভাগে কোনও ঝাঁজ ছিল না। বিরতির পর তারা জ্বলে উঠল। গেল একের পর এক আক্রমণে। রিয়ালের আক্রমণের সামনে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন রেয়াল ভাইয়াদলিদ গোলরক্ষক। কিন্তু রিয়ালের আক্রমণের ঝাঁজ এতই ছিল যে শেষ পর্যন্ত ভাইয়াদলিদ গোলরক্ষক রক্ষা করতে পারলেন না দলকে। এর মাঝেই জালের দেখা মিলল তিনবার। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে প্রথম জয় পেল কার্লো আনচেলত্তির দল।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে রবিবার লা লিগার ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে রিয়াল। সবগুলো গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ফেদেরিকো ভালভের্দে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর শেষ দিকে ব্যবধান বাড়ান ব্রাহিম দিয়াস। আর যোগ করা সময়ে তৃতীয় গোলটি করে রয়ালের জার্সিতে অভিষেক মাতান ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার এন্ড্রিক। স্পেনের বাইরের সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে রিয়ালের হয়ে লা লিগায় গোলের কীর্তি গড়লেন এন্ড্রিক।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সোমবার তেলেঙ্গানায় তিপ্রা মথা দলের প্রতিনিধিরা রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

মাছের জালে উঠলো বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: খোয়াই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার হয়েছে। আজ খোয়াই লালচড়া দশমি ঘাট এলাকার স্থানীয় মানুষ সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে সুভাষ পার্ক কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দেবনাথের বাড়িতে বাংলাদেশী চোরের দল হানা দেয়। তাঁর বাড়ির ঘরের গিলের দরজা ভেঙ্গে দুইটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। খোয়াই নদীর ওপারে রয়েছে বাংলাদেশ। চোরের দল নদী অতিক্রম করতে পারলেই বাংলাদেশে ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু বিএসএফের তাড়া খেয়ে চোরের দল বাইক দুটি খোয়াই নদীর জলে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আজ দুপুরে সেই জায়গায় এক জেলে মাছ ধরতে গেলে জালে একটি বাইক ধরা পড়ে। শেষে এলাকার কিছু যুবক জলে নেমে বাইকটিকে উদ্ধার করে নদীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেথির মিয়া গ্রাম বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাথায় হাত, ক্ষতিপূরণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৬ আগস্ট: কমলপুর কৃষি অঞ্চল বলে পরিচিত মেথির মিয়া গ্রাম। গত বন্যায় বিভিন্ন ফসল বালুর চরে ঢেকে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে বহু জমির ফসল। কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

দক্ষিন কুচাইনালা পঞ্চায়েতের মেথির মিয়া গ্রাম। কৃষি অঞ্চল বলে পরিচিত। মেথির মিয়া গ্রামের বসবাসকারী পরিবার গুলি সকলে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই গ্রামের পটল, বরবটি রাজ্যের বিখ্যাত। গ্রামের কৃষকরা দুই কানি, তিন কানি জমিতে পটল,বরবটি ফলিয়ে কমলপুর বিভিন্ন বাজার সহ আগরতলা, শিলচর বাজারজাত করতো। কিন্তু,গত পাঁচদিন আগে ধলাই নদীর ভয়াবহ বন্যায় মেথির মিয়া গ্রামে বিভিন্ন কৃষকের কানির পর কানি সব্জির জমিতে বালুর চর পড়ে গিয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে।

মেথির মিয়া গ্রামের মহিলা কৃষক মনিকা দাস, কৃষক দীপঙ্কর দাস, সঞ্জীব দাস জানান, প্রতিবছর এই মরশুমে বিভিন্ন বাজারে পটল, বরবটি বিভিন্ন পাইকারী বিক্রি করে বাজারজাত করতো। সব্জি চাষ করে বাড়ি ঘর প্রতিপালন সহ ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াশোনা করানো সব কিছু কৃষি থেকে। বন্যায় ফসলের ক্ষতি হওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে।

ধলাই জেলার কংগ্রেস সভাপতি অনিল দাস বলেন, মেথির মিয়া গ্রামে কৃষকদের পটল,বরবটি সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়েছে। কৃষকরা প্রতিবছর ওইসব ফসল পাইকারী দিয়ে বাজারজাত করতো। কয়েকদিন আগে ধলাই নদীর বন্যায় কৃষকদের জমিতে নদীর বালুর চর পড়ে ফসল নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে খুঁটিপূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব সোমবার খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে এ বছরের শারদীয় দুর্গোৎসবের কাজ কর্মের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছে। রাজধানী আগরতলার শহরের দক্ষিনাঞ্চলের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সার্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আজ খুঁটি পূজা হয়। বাংলা সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এবারের পূজা হবে এই ক্লাবে। প্রতিমা তৈরী করছেন রাজ্যের মৃৎশিল্পী উত্তম চক্রবর্তী।

ক্লাবের পূজা কমিটির সচিব বলরাম পালের বক্তব্য, আজ খুটিপূজার মধ্য দিয়েই ক্লাবের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। শারদ উৎসবকে সর্বাঙ্গীর সুন্দর করে তুলতে এলাকার সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহবান করেছেন ক্লাব সম্পাদক।

দুই বাংলাদেশি নাগরিকসহ দুই মানব পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: মানব পাচারকারীদের হাত ধরে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত ডিঙিয়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। অনুপ্রবেশকালে বিএসএফের জওয়ানরা আরো দুই বাংলাদেশিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। সীমান্তে কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও মানব পাচারকারীদের হাত ধরে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করছে।একইভাবে আমতলী থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত কাঁটাতার বেড়া ডিঙিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করার সময় রবিবার ভোরে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের হাতে আটক হয় দুই বাংলাদেশি যুবক। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা রবিবার দুপুরে বিধান বড়ুয়া এবং ঋতু বড়ুয়া নামে দুই বাংলাদেশী নাগরিকদের আমতলী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।আমতলী থানার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে তারা নিশ্চিন্তপুর এলাকার স্বপন মিয়া এবং সোহেল মিয়া তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে আসতে সব রকমের সহযোগিতা করেছে।পুলিশ তাদের স্বীকারোক্তিতে রবিবার স্বপন মিয়া এবং সোহেল মিয়া নামের দুই মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। আমতলী থানার পুলিশ রবিবার সন্ধ্যায় ২ বাংলাদেশী নাগরিক এবং দুই মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে। সোমবার দুপুরে আমতলী থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন জানিয়েছেন তাদেরকে সোমবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

দুঃসাহসিক চুরি ঃ লক্ষাধিক টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালালো চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৬ আগস্ট: দু:সাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত বিলথৈ গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন দেবব্রত দাসের বাড়িতে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, প্রতিদিনের মত দেবব্রত দাস সহ উনার মা ও স্ত্রী সন্তান রাতে খাবার দাবারের পর ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি প্রায় তিন টার সময় উনার বয়স্ক মা ঘুম থেকে জেগে উঠলে দেখতে পান যে ঘরের সব কয়টি দরজা খোলা।

তিনি চিৎকার করলে বাড়ির অন্যরা জেগে উঠে দেখেন যে বারান্দার গ্রিলও খোলা অবস্থায় রয়েছে।ততক্ষনে চোরেরা মোবাইল ফোন সহ নগদ দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ,১২ থেকে ১৪ ভরি স্বর্ণ অলংকার হাতিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

এ কান্ডে তদন্তে নামে পানিসাগর থানার পুলিশ সহ এসডিপিও ও এসপি। কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রক্ষা করবে ঃ ড. ইউনূস

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৬ : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড় মুহাম্মদ ইউনূস সমগ্র বাংলাদেশ একটা পরিবারের মত উল্লেখ করে বলেছেন, যেখানে সরকারের দায়িত্ব হলো প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা দেওয়া।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সোমবার প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এ কথা বলেন। জনাষ্টমী হলো সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মদিন।

অধ্যাপক ইউনূস হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলেন, তিনি এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান যেখানে নির্ভয়ে সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে এবং যেখানে কোনো মন্দির পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।তিনি বলেন, আমাদের দায়িত্ব হলো প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা দেওয়া এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকতে পারে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সমান অধিকার। অন্তর্বর্তী সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রধান উপদেষ্টাকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তারা বাংলাদেশে শান্তি-সম্প্রীতি ও এর সমৃদ্ধি এবং আন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য কামনা করে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। হিন্দু নেতারা জানান, দেশের বন্যা পরিস্থিতির কারণে দুর্গত এলাকাগুলোতে এবার জন্মাষ্টমী উদযাপন স্থগিত করে সেখানে খাদ্য ও ত্রাণ পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি রাজধানীর ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, এই বক্তব্য দেশে আসম্প্রদায়িক সমাজ গঠন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে ভূমিকা করবে।

নেতৃবৃন্দ হিন্দু মন্দিরের জমিসহ হিন্দু জমি সম্পত্তি দখল হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। শুভেচ্ছা বিনিময়কালে হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খিস্ট্রান ঐক্য পরিষদের কাজল দেবনাথ ও মনীন্দ্র কুমার নাথ, আন্তর্জাতিক শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা সংঘ ইসকনের চারু চরণ ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের বাসুদেব ধর ও সন্তোষ শর্মা এবং ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্নধার প্রীতি চক্রবর্তী।

নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে তৃতীয়বর্ষ শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে তৃতীয় বর্ষ শারদ সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়।

আগরতলা পুর নিগম ৩৯ নং পুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে বিগত দুই বছরের মত এবছরও শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হতে চলছে শহর দক্ষিনাঞ্চল ভিত্তিক ৩য় শারদ সম্মান। সোমবার ৩৯ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে এই ঘোষনা দেন ৩৯ নং ওয়ার্ড পারিষদ অলক রায়। মেয়র এর হাত ধরে আবরণ উন্মোচিত হয় সেরার সেরা পুরস্কারের।

এবছর শারদ সম্মান প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে শ্রেষ্ঠ মন্ডপসজ্জা, শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, স্বল্প বাজেটে শ্রেষ্ঠ পুজোর আয়োজন, শ্রেষ্ঠ পরিবেশ সচেতনতামূলক প্রচার, সুশৃঙ্খলপুজোর আয়োজন, বর্ষব্যাপী সামাজিক কাজের অঙ্গীকার এবং শ্রেষ্ঠ স্মরণিকা। এই সাতটি বিষয়ের প্রতিটিতে তিনটি করে পুরস্কার প্রদান করা হবে। তাছাড়াও একটি বিশেষ পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী বাংলা সংস্কৃতির প্রচার। সাথে অবশ্যই থাকছে সেরার সেরা পুরস্কার।

৩৯ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে শহর দক্ষিনাঞ্চলের সমস্ত রেজিস্টার ভুক্ত ক্লাব, সংস্থা এবং পুজো কমিটি গুলোকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করবার জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। বিগত দুই বছরের মত এবছরও এই শারদ সম্মানকে ঘিরে ব্যাপক সাড়া প্রত্যাশা করছে ৩৯নং ওয়ার্ড। আগামী ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত ৩৯নং ওয়ার্ড অফিসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা করা যাবে।

ভূমি পুজা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৬ আগস্ট: আজ উজান অভয়নগর বাজার লেকের অমৃত ২.০ প্রকল্পের অধীনে লেইকের পুনরুজ্জীবন ও সৌন্দর্যয়ান কাজের জন্য 'ভূমি পুজা" অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব ও ১১-নং কর্পোরেটের হীরালাল দেবনাথ ও এলাকার স্থানীয়রা।এদিন মেয়র বলেন, উজান অভয়নগর বাজার লেকের অমৃত ২.০ প্রকল্পের অধীনে লেইকের পূনরুজ্জীবন ও সৌন্দর্যয়ান কাজ শুরু হয়েছে। তার জন্য ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মূলত আগরতলা শহরকে সুন্দর করার নিগমের একমাত্র লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

বর্ষায় ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখীন শান্তিরবাজার সানফ্লাউয়ার ইংলিশ মিডিয়াম একাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ আগস্ট: প্রবল বর্ষায় ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখীন শান্তিরবাজার সানফ্লাউয়ার ইংলিশ মিডিয়াম একাডেমি।বৃষ্টির জলে বিদ্যালয়ের গ্রনাগার, ছাত্রদের প্রশিক্ষন দেবার কম্পিউটার সহ অফিস কক্ষের সামগ্রী সহ অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সমগ্র রাজ্যের মধ্যে এবছর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিকের ফলাফলে সেরা দশের মধ্যে প্রথম ও দ্বীতিয় স্থান অর্জন করেছিল শান্তির বাজার সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম একাডেমির পাঠরত ছাত্র। এই

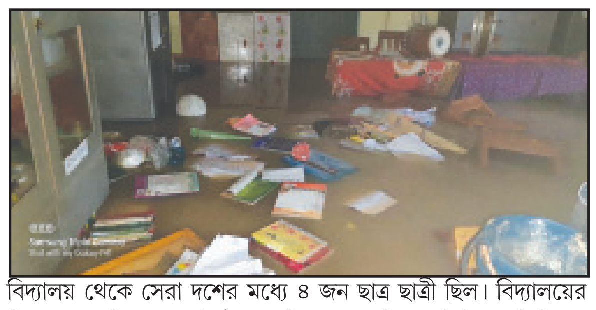

বিদ্যালয় থেকে সেরা দশের মধ্যে ৪ জন ছাত্র ছাত্রী ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অনেকটা উন্নত। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, প্রিন্সিপল ও বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যানের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি বেশ ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। বর্তমান সময়ে প্রবল বর্ষার জলে বিদ্যালয়ের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বৃষ্টির জল বিদ্যালয়ের কক্ষে প্রবেশ করে বিদ্যালয়ের গ্রনাগার, ছাত্রদের প্রশিক্ষন দেবার কম্পিউটার সহ অফিস কক্ষের সামগ্রী সহ অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। যার ক্ষতির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় ভারতীয় ভিসা সেন্টারে বিক্ষোভ নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি ভারতের

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৬ : ঢাকায় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভিসা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আকস্মিক বিক্ষোভের জেরে এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে নিরাপত্তা জোরদার করার অনুরোধ জানিয়েছে ভারতীয় হাইকমিশন। হাইকমিশনের এক ভারতীয় কর্মকর্তা সোমবার (২৬ আগস্ট) রাতে গনমাধ্যমকে বলেন, আমরা বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছি। আমরা মৌখিকভাবে নোট পাঠিয়েছি। আমাদের নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। আমাদের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়া উচিত নয়। সোমবারের ঘটনায় তারা কোনোভাবে আস্থাশীল নয় উল্লেখ করে এই কর্মকর্তা বলেন, তারা মূলত জনগণের অনুরোধে পাসপোর্ট ফেরত দিচ্ছেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং লোকজনকে "হুমকি দেওয়া হয় এবং আতঙ্কিত"।

ভারতীয় ভিসার দাবিতে হঠাৎ করেই ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রে (আইভিএসি) বিক্ষোভ করেছেন ভিসাপ্রত্যাশীরা।ভারতীয় হাইকমিশনের ওই কর্মকর্তা জানান, তারা তাদের আবেদনপত্র ঠিক রেখে সব পাসপোর্ট ফেরত দিচ্ছেন, যাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আবেদনকারীরা আবার তাদের পাসপোর্ট জমা দিতে পারেন।জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেহেতু অনেকে পাসপোর্ট ফেরত চাইছেন, তাই তাদের আবেদন বাতিল না করেই আমরা পাসপোর্ট ফেরত দিচ্ছি।ভারতীয় হাইকমিশন ইতোমধ্যেই বকেয়া মেডিক্যাল ভিসার ছাড়পত্র দিয়েছে। কর্মকর্তা বলেন, পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভাটারা থানার ওসি মাজহারুল ইসলাম জানান, বেলা ১১টা থেকে ৩০০ থেকে ৪০০ ভিসা প্রত্যাশী ওই কেন্দ্রে ভিড় করলেও কোনো ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। বিকাল ৩টার দিকে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তাৎক্ষণিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল যেখানে লোকজনকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা গেছে। ভারতীয় সহযোগীরা, সাবধান এক দফা, এক দাবি- আমরা ভিসা চাই, স্লোগান দিতে শোনা যায় তাদের।

ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র (আইভিএসি) বাংলাদেশ এর আগে জানিয়েছিল, সীমিত কার্যক্রমের কারণে ভিসা প্রক্রিয়ায় বেশি সময় লাগতে পারে। তাই আমরা এখন পাসপোর্ট ফেরত দিচ্ছি এবং কার্যক্রম পুনরায় শুরু হলে এটি পুনরায় প্রক্রিয়া করা হবে। আবেদনকারীকে এসএমএসের মাধ্যমে তার পাসপোর্ট পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য অবহিত করা হবে।

বাংলাদেশে ভারতের সবচেয়ে বড় ভিসা কার্যক্রম রয়েছে এবং গত বছর ১৬ লাখ মানুষ ভারত ভ্রমণ করেছে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ পর্যটন উদ্দেশ্যে, ৩০ শতাংশ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এবং ১০ শতাংশ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। এর আগে গত ২২ আগস্ট ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশে ভারতীয় স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে হাইকমিশনার ভার্মা এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

রাজ্যে পালিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট: ইসকন এর উদ্যোগে পূর্বাশার ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫ হাজার ২৫০ তম জন্মাষ্টমী রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইসকন মিশন সহ সব কটি ধর্মীয় মন্দিরে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইসকন মিশনের উদ্যোগে পূর্বাশা ময়দানে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দু"দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সমাগত ভক্তদের মধ্যে ইসকন মিশনের তরফ থেকে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ইসকন মিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপচে পড়া ভীড় পরিলক্ষিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।